অভিন্নহৃদয়েষু

মনোতোষ সরকার

চক্রবর্তী ব্রাদার্স
১৬৭, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা : ৬

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ—১৩৬২।

* * *

প্রকাশক
মাখন লাল চক্রবর্ত্তী
চক্রবর্ত্তী ব্রাদার্স
১৬৭, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬।

* * *

মুদ্রাকর
শ্রীসুরেশ চন্দ্র নাথ
ইষ্টবেঙ্গল প্রেস
৫২।৯, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১২।

* * *

প্রচ্ছদ শিল্পী
প্রণব বিশ্বাস।

* * *

বাঁধাই
চক্রবর্ত্তী বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
১০১, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯।

* * *

দাম দুই টাকা।

ধোঁয়া আর ধূলোয় যদিও বিবর্ণ এই শহর তবু চাঁদ ওঠে এখানেও। যদিও জীবন এখানে কর্মব্যস্ত তবু আছে বিহ্বল কত মূহুর্ত। ধূলো আর ধোঁয়ার সীমানা ছাড়িয়ে মাথার ওপরে আছে তারা ভরা আকাশ, আছে অনেক পাগলকরা মধু-মূহুর্ত। নিষ্ঠুর পৃথিবী যদিও সত্য, মিথ্যে নয় এইসব মূহুর্তও। অভিন্ন-হৃদয়েষু এই সব মধু-মূহুর্তের কথা।

মনোতোষ সরকার

তোমাকে—

আমি আমার স্নেহের কৌশিককে এই বই খানি খুকুর মিলনে উপহার দিলাম।

ইতি

(স্নেহশীল—

অসিম)

তা: ৮.১২.৫[illegible]

সবাইকে অবাক করে দিয়ে লেট করে স্কুলে এল অনুপমা চক্রবর্তী। আজ প্রথম, শিক্ষকতার জীবনে এই প্রথম ব্যতিক্রম।

কিন্তু কেন—কেন লেট করল অনুপমা?

কই কিছু ত মনে পড়ছে না?

তবে এটুকু মনে আছে অনুপমার, টিউসানী সেরে ঠিক সময়ে ট্রামে উঠে বসেছিল। ঘড়ির কাঁটায় মিল রেখে রোজকার মতন।

অনুপমা ভাবছে।

আঁতি পাতি করে খুঁজছে মনের আনাচে কানাচে।

নেই—কিছুই নেই বুঝি।

কোন কথাই বুঝি মনে নেই অনুপমার।

আজ আর বোর্ডিংয়ে ফেরা হবে না। খাওয়াও হবে না এ বেলায়। রাঁধুনী বসে থাকবে ভাত নিয়ে। ভাববে অনুপমার

কথা। চিন্তা করবে। ছট্‌ফট্‌ করবে। রাঁধুনী ভালবাসে অনুপমাকে।

তা ভাবুক রাঁধুনী। ভাত নিয়ে বসে থাকুক যতক্ষণ না অনুপমা ফিরে আসে স্কুল থেকে।

কিন্তু কি করতে পারে অনুপমা? কি করে ফিরতে পারে বোর্ডিংয়ে?

অনুপমা চোখ রাখল হাত ঘড়িটার ডায়েলে।

দশটা চল্লিশ!

ইস্‌ এত বেলা হয়ে গেছে?

এখন আর বোর্ডিংয়ে ফেরা যায় না। কিছুতেই না। আর বোর্ডিংয়ে ফিরলে স্কুলেই আসা হয় না যে—

অনুপমা তাকাল আকাশের দিকে।

রোদ। অফুরন্ত রোদ।

তাকাতে পারা যায় না বেশীক্ষণ। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

চোখ বেয়ে জল পড়ে। জ্বালা করে শেষ পর্যন্ত।

ট্রাম থামল। লোক উঠল। ট্রাম ছুটল।

সরে যাচ্ছে। লোকজন। দোকান পাট। বড় বড় বাড়ী ঘর।

পিছিয়ে যাচ্ছে পথ। কালো মসৃন চক্‌চকে।

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আবার নজর রাখল অনুপমা সরু ফর্সা কব্জির ওপর বাঁধা ছোট্ট ঘড়িটার ওপর।

দশটা পঞ্চাশ।

এখনো দশ মিনিট—এই দশ মিনিটের মধ্যে নিশ্চয় অনুপমা পৌঁছে যাবে স্কুলে।

শরৎকাল!

লঘু মেঘেরা সাদা সাদা পাল তুলে যাত্রা শুরু করেছে।

কোথায় যাচ্ছে ওরা?

অনুপমা ভাবল।

ট্রামের সঙ্গে মনটাও বুঝি ছুটে চলেছে অনুপমার—

জানতে চায়—দেখতে চায় কোথায় ছুটে চলেছে ওই সাদা মেঘের দল।

অনুপমার মনের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায় নাকি?

অনুপমা ট্রামের জানলা দিয়ে দেখল আকাশ। রোদ্দুরে ভরা এক বিরাট আকাশ।

আর ভাবল কিছুক্ষণ আগে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনা। গান ফুরিয়ে গেলেও কানে লেগে থাকে সুরের রেশ। তেমনি করে কয়েক মুহূর্ত আগে ফুরিয়ে যাওয়া ঘটনা এখনো ভাসছে অনুপমার চোখে। স্পষ্ট—

চোখটা সরিয়ে আনল অনুপমা। তাকাল সামনে বসে থাকা লোকটার দিকে।

ট্রামটা শিয়ালদহের মোড়ে বাঁক নিল।

থামল।

অনুপমা তখনো তাকিয়ে আছে। তার দিকে।

ট্রাম ছাড়ল।

তবুও।

অনুপমা বুঝি চিনতে পেরেছে তার চেনা মানুষকে।

ঠিক তেমনি করে চুরুট ধরাল। তাকিয়ে থাকল পথের দিকে। অসংখ্য চিন্তায় চিন্তায় চোখ মুখ কোঁচকানো! কপালে কয়েকটা রেখা। সর্পিল—

অনুপমা চিনতে পেরেছে।

হাতের মাথায় পোড়া দাগ। চোখে পুরু লেন্সের চশমা।

চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ার ভঙ্গিটুকু পর্যন্ত অনুপমার মুখস্থ।

মনিময় সেন।

মনিদা—

ডাকবে নাকি অনুপমা মনিময়কে? চমকে দেবে নাকি?

অনুপমা সরে যাচ্ছে—তলিয়ে যাচ্ছে বিগত দিনের গভীরে। ঝাপসা হয়ে আসছে সব কিছু। ট্রাম—ট্রামের লোকজন। পথ-ঘাট। দোকানপাট। জনস্রোত।

শুধু চোখের সামনে ভাসছে একটা মুখ। মনিময়ের সৌম্য মূর্তি। খদ্দরের পাঞ্জাবী। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। আর চুলগুলো উড়ছে হাওয়ায়। মুখে জ্বলন্ত চুরুট। কপালে কয়েকটা রেখা। আর সুদূর প্রসারী দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকা—

ট্রামটা অনেকক্ষণ ডিপোতে এসে ঢুকেছে।

অনুপমার যখন খেয়াল হল ট্রামটা তখন সাইডিংয়ে। ড্রাইভার কণ্ডাক্টর কখন নেবে গেছে।

আর মনিময়?

এবার আস্তে আস্তে মনে হতে লাগল অনুপমার ট্রামটা যখন শিয়ালদহে বাঁক নিল তখন দেখেছে মনিময়কে। কিন্তু তারপর? কখন যে চোরের মতন চুপি চুপি নেবে পালিয়ে গেছে, কিছুই জানে না অনুপমা।

তবে?

মনিময় কি অনুপমাকে দেখতে পেয়েছিল?

বোধ হয় না। তা হলে মনিময় নিশ্চয় কথা বলত ঃ কেমন আছ অনু? কি করছ এখন? কাকাবাবু—কাকীমা—চোখে মুখে হাসির ঝিলিক খেলে যেত।

—বাবা, মা আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন মনিদা—চোখ ঠেলে জল বেরিয়ে আসতে চাইল। আর শেষের দিকে কথা গুলো কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে গেল।

কিন্তু কোথায় মনিময়?

মনিময় কখন চোরের মতন চুপি চুপি নেবে চলে গেছে। এবার নিজের ওপর রাগ হল অনুপমার। সে ত দেখেছিল মনিময়কে: তবে কেন ডাকল না? কি এমন ক্ষতি হত তাতে? কেন অনুপমা স্মৃতি রোমন্থনে নিজেকে ডুবিয়ে দিল? হারিয়ে ফেলল নিজেকে! মনিময়কে।

স্মৃতি রোমন্থনে কি এমন সুখ পাওয়া যায়?

সুখ পাওয়া যায় কিনা জানে না অনুপমা তবে ভগবানকে ডাকলে নাকি শান্তি পাওয়া যায়।

তবে কি অনুপমা ডাকবে ভগবানকে?

বলবে ঃ আর একবার দেখা করিয়ে দাও মনিদার সঙ্গে।

আর যে পারি না—আমি আজ বড় অসহায়।

বাবা, মা অনেকদিন হল মারা গেছেন।

থাকার মধ্যে আছে ছোট ভাইটা। দেশের বাড়ীতে দূর

সম্পর্কের আত্মীয়ের কাছে থেকে পড়াশুনা করে। ভাই এর জন্য মাসে মাসে তাই টাকা পাঠায় অনুপমা।

অনেক সাধ অনুপমার মনে। অনেক স্বপ্ন অনুপমার চোখে। ভাই বড় হবে। সহরে নিয়ে আসবে। সংসার পেতে দেবে ভাই এর জন্য।

গতকাল ভাইয়ের চিঠি পেয়েছে অনুপমা। ভাই লিখেছে ঃ দিদিভাই এবারেও আমি ফার্স্ট হয়েছি—

সুদীপ্ত ফার্স্ট হয়েছে? অনুপমার স্বপ্ন-দেখা চোখ হু'টো আরও স্বপ্ন দেখে।

ভাইকে মানুষ করতে হবে না? মানুষের মত মানুষ—

অনুপমা আবার চোখ রাখে সুদীপ্তর চিঠিতে। সাদা কাগজে অক্ষরের মালা সাজিয়ে যে চিঠি পাঠিয়েছে সুদীপ্ত। বড় হবার, মানুষ হবার সম্ভাবনা যে চিঠির প্রত্যেকটি লাইনে।

তবু এক জায়গায় এসে হোঁচট খেল অনুপমা। নজর আর চলে না। চলতে চায় না।

তবে?

সুদীপ্ত লিখেছে ঃ আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চল দিদিভাই, এখানে থাকলে আমার লেখাপড়া হবে না। এরা বড় কষ্ট দেয়—পড়াশুনা করতে দেয় না। খালি আমায় দিয়ে কাজ করাবে, খাটাবে—এখানে থাকলে কিছুতেই আর ফার্স্ট হতে

পারব না। ওদের ছেলে পাশ করতে পারে না বলে আমার ওপর যত আক্রোশ—দিদি ভাই, লক্ষ্মীটি আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চল—তোমার পায়ে পড়ি দিদিভাই—

হ্যাঁ, নিয়ে আসবে সুদীপ্তকে। আলাদা বাসা ভাড়া করবে অনুপমা। সুদীপ্তকে লেখাপড়া শেখাবে মনের মত করে।

ভাই বড় হবে। মানুষ হবে। অনুপমার চোখ দু'টো চক্‌চক্‌ করতে থাকে।

কিন্তু অনুপমার কি হবে? এইভাবে সারাটা জীবন নষ্ট করে ফেলবে?

ঘর বাঁধা অনুপমার বুঝি আর হল না!

আবার ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম ছাড়ল। ডিপো থেকে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

অনুপমা যেখানে বসেছিল সেখানেই বসে থাকল। খালি মনটা বুঝি ছুটে চলল। জোরে—অনেক জোরে।

কিন্তু মনিদা?

ভাবতে ভাল লাগে অনুপমার। মনটা আপনা থেকে নেচে নেচে ওঠে। তারপর চোখ দু'টো আবার ঝাপসা হয়ে যায়।

মনিদা—

উঃ কি নিষ্ঠুর—

কেন—কেন তবে—

অনুপমা ডুবে যাচ্ছে—তলিয়ে যাচ্ছে স্মৃতির সমুদ্রে—

আই. এ. পাশ করে মনিময় যেদিন এল অনুপমাদের বাড়ীতে সেটা একটা উল্লেখযোগ্য দিন অনুপমার জীবনে। তাই ত আজও ভুলতে পারেনি অনুপমা। যৌবনের প্রথম বসন্তে যাকে অনেক কাছে পাওয়া যায়, তাকে ভুলতে পারে কেউ? মনে মনে তাকে বসাতে হয় হৃদয়ের আসনে। ভাল লাগার পর ভালবাসার শুরু বুঝি।

বাবা বাড়ী ছিলেন না। অপিসে বেরিয়ে গেছিলেন।

মনিময় এল বেলা বারটার পর। দরজা নাড়ল ঠুক্‌ঠুক্ করে।

—কে দেখ ত অনু? এ সময় আবার দরজা নাড়ে কে? খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে রান্নাঘর পরিস্কার করছিলেন মা।

রোদে বসে সোয়েটার বুনছিল অনুপমা। বাবার জন্য। শীতে বড় কষ্ট পান বাবা। গরম জামাগুলো সব ছিঁড়ে গেছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ৮-৪০এর গাড়ী ধরেন। তা না হলে এর পরের গাড়ী আবার ৯-৩০ শে। ও গাড়ীতে গেলে লেট নির্ঘাৎ। চাকরী জীবনে একদিনের জন্যও হাজিরা খাতায় লাল দাগ পড়েনি—আর যে কটা দিন চাকরীর মেয়াদ আছে সে কটা দিন এভাবেই চালিয়ে যেতে চান। এজন্য সাহেবের সুনজর বাবার ওপর। সাহেব ত "চক্কত্তি" বলতে অজ্ঞান—

খুট্ খুট্ খুট্। আবার কড়া নাড়ার শব্দ। এবার একটু জোরে। তবু যেন নিরাশ হওয়ার সুর বাজছে কড়া নাড়ার শব্দে।

—কি রে উঠে দেখ। দরজাটা ভেঙে ফেলল যে। মা বললেন আবার।

খাওয়া দাওয়ার পর এ রোদটুকু ভালই লাগছিল অনুপমার। উঠতে ইচ্ছে নেই মোটেই। বসে বসে তাপটুকু উপভোগ করা —শীতের দুপুরে এ আমেজটুকু নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে চায় অনুপমা।

—দেখলি না! এখনো বসে আছিস যে বড়—মা এবার বিরক্ত।

অনুপমাও বিরক্ত। এভাবে মৌজটুকু ভেঙে দিলে কে না বিরক্ত হয়?

—কে ? স্বরে বিরক্তি ঢেলে বোনার সাজসরঞ্জাম নিয়েই হাজির হল সদরে। কপাট খুলল অনুপমা।

অসংলগ্ন কয়েকটা মুহূর্ত। গড়িয়ে গড়িয়ে গেল হতবাক কিশোরী অনুপমার মুখের ওপর দিয়ে।

ছেলেটা কে ? অনুপমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ?

—এটা কি ব্রজনাথ চক্রবর্তীর বাড়ী। ছেলেটা মুখ খুলল। বেশ সপ্রতিভ মনে হল মনিময়কে। এই বিহ্বল মুহূর্ত বুঝি কোন দাগ রাখতে পারেনি মনিময়ের মনে।

—হ্যাঁ। অনুপমাও সামলে নিয়েছে নিজেকে : বাবা ত বাড়ী নেই—

—কোথায় গেছেন ?

—অপিসে।

—তবে ত মুশ্‌কিল হল—

—কেন ? আপন মনে যেন বলে উঠল অনুপমা।

—তাঁর একটা চিঠি ছিল—

হাত বাড়াল অনুপমা।

ইতস্ততঃ করতে লাগল মনিময় : উনি কখন আসবেন ?

—অন্যদিন আসতে ছটা সাড়ে ছটা হয়। তবে আজ ত শনিবার আড়াইটার মধ্যে এসে যাবেন। তা হলে বসুন বাবার জন্য।

—না, আমি বরং ঘুরেই আসব আবার

মনিময় আবার এসেছিল। চিঠি দিয়েছিল বাবাকে।

—আরে ভবতোষের ছেলে তুমি? বাবা প্রায় লাফিয়ে উঠেছিলেন। তারপর আবার চিঠি পড়তে লাগলেন।

ভাই ব্রজ, আমার ছেলে মনিময়কে পাঠালাম। ও এ বছর আই. এ. পাশ করেছে। যদি কিছু করে দিতে পার এই আশায় পাঠালাম। আমাদের অবস্থা ত জান—আশা করি নিরাশ করবে না।

চিঠি পড়া বন্ধ রেখে বাবা আবার চ্যাচাতে লাগলেন: ওগো শুনছ, দেখ কে এসেছে?

মা বোধহয় পাশের ঘরের কোথাও ছিলেন।

বাবা বলতে লাগলেন: আরে এস এস ওর কাছে আবার লজ্জা কিসের? ওযে মনিময়—আমাদের ভবতোষের ছেলে। এ বছর আই. এ. পাশ করেছে—

দরজার চৌকাট পেরিয়ে ঘরে এসে ঢুকলেন মা।

—আরে তুমি এখনো দাঁড়িয়ে? এখানে তোমার লজ্জা কিসের? তুমি হলে ভবতোষের ছেলে।

মনিময় বসল তক্তাপোষের ওপর। তারপর এদিক ওদিক তাকাতে লাগল।

কাউকে কি খুঁজছে মনিময়?

বাবা বললেন: সেই থেকে মনিময় বসে আছে তাকে চা পর্যন্ত দিচ্ছ না? অনু কি করছে? তাকে বল মনিময়কে চা দিয়ে যাক।

—তুমি যাও হাত মুখ ধুয়ে নাও। মা বেরিয়ে গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

অনুপমা এল একটু পরে। হাতে এক কাপ ধুমায়িত চা আর রেকাবীতে লুচি তরকারী। বাবার জন্য যা তৈরী করে রেখেছিল তারই খানিকটা নিয়ে এল মনিময়ের জন্য।

বাবা গেলেন আলনার দিকে। গেঞ্জিটা খুলে রেখে গামছাটা টেনে নিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে বললেন: আমি হাত মুখ ধুয়ে আসি, তুমি চা খেয়ে নাও কেমন?

—আচ্ছা। মাথা নাড়ল মনিময়। তারপর টেনে নিল লুচি তরকারীর প্লেটটা।

নীরব কয়েকটা মুহুর্ত্ত। যুগ যুগান্তের পরিক্রমা।

এবার অবাক করার পালা অনুপমার: কি—খেয়ে নিন—

ওগুলো ফেলবেন নাকি? চায়ের কাপ এগিয়ে দিল অনুপমা।

আর একদিন।

দরজার কড়া নাড়তেই বাবা জিগ্যেস করলেন: কে?

—আমি। দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল মনিময়।

—কে মনিময়? এসো—এসো—তারপর কি খবর?

—আপনার কাছেই এলাম।

চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে বাবা বলতে লাগলেন: এসেছ বেশ করেছ। কিন্তু তোমার বাবা কেমন আছেন? মনিময়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন বাবা।

—বাবার শরীর ভাল না। ব্লাড প্রেসারে কষ্ট পাচ্ছেন।

—তোমার বাবা আগের মত খাটাখাটুনি করেন নাকি?

—আর বলবেন না, বাবাকে যত বারণ করিনা কেন, বাবা কি শোনেন কারো কথা? ডাক্তারের বারণ বেশী পরিশ্রম কিছুতেই চলবে না। বয়েস ত হয়েছে এখন—

—তা বয়েস ত পঞ্চাশ হল বোধ হয়। আমারই ত পঁয়তাল্লিশ চলছে। তোমার বাবা আমার থেকে বছর পাঁচেকের

বড় হবে। সত্যি ত এখন অত খাটলে চলবে কেন? আচ্ছা তোমার বাবা আশ্রম না কি করেছিলেন যেন—

—হ্যাঁ, ওই আশ্রম করেই ত শরীরটা নষ্ট করেছেন। আমরা কত বোঝাই, এখন অন্য কাউকে আশ্রমের ভার দিন, তা না—রোজ কাক ভোরে স্নান করা চাই, তারপর আশ্রমের ছেলে মেয়েদের জড় করে স্বতো কাটার যজ্ঞ শুরু হয়—বড্ড একগুঁয়ে বাবা—

—ঠিক বলেছ তোমার বাবা বড্ড একগুঁয়ে। দাঁড়াও একটা গল্প বলি—একদিন হল কি—গল্প শুরু করলেন বাবা। ফেলে আসা জীবনের গল্প: আমরা তখন স্কুলে পড়ি এবং সেটা বিদেশী দ্রব্য বর্জনের যুগ। আমি তোমার বাবা ভবতোষ একই স্কুলের একই ক্লাসে পড়তাম। আর স্কুল বোর্ডিংএর একঘরে দুজনে পাশাপাশি থাকতাম। তাই বন্ধুত্ব হল খুব। ভবতোষ আগে থেকেই খদ্দর পরতে শুরু করেছে। আমাকেও পরতে হবে। আমাকে অনেক গল্প বলল, বোঝাল—ছেলেবেলা থেকে আমি একটু সৌখিন ছিলাম। মোটা খদ্দর পরে আমি ভূত সাজতে পারব না। তা ছাড়া আমার বাবা গভর্ণমেন্ট সার্ভিস করেন। আমি নারাজ আর ভবতোষ নাছোড়বান্দা। একদিন করল কি আমার কাপড় চোপর সব আগুনে পুড়িয়ে দিল। চান সেরে ঘরে ঢুকে দেখি আমার জামা কাপড় সব

জ্বলছে। বলল, বাক্স থেকে আমার একখানা ধুতি আর পাঞ্জাবী বার করে নে--সেদিনের কথা ভাবলে আজ হাসি পায়—

—বাবা জিগ্যেস করছিলেন চাকরীর কথা। আমার আবার পড়বার সখ খুব অথচ চাকরী না করলেও নয়--কি যে করি—মনিময়ের কথাগুলো কেমন ভিজে ভিজে।

বাবা যেন কি ভাবলেন। বললেন : চাকরীর চেষ্টা ত আমি করছি, দেখি কি করতে পারি—চুপ করে গেলেন বাবা।

মনিময় চুপ করে রইল।

খানিকক্ষণ বাদে বাবাকে আবার কথা বলতে দেখা গেল : হ্যাঁ, ঠিক আছে, তুমি বরং এখানে থেকে পড় আর অনুকে পড়াও কেমন? আর আমি তোমার চাকরীর চেষ্টা করতে থাকি। মাথা নাড়ল মনিময় : আচ্ছা। খানিকটা আনন্দে খানিকটা কৃতজ্ঞতায় চোখ দুটো নেচে উঠল মনিময়ের।

চা নিয়ে এল অনুপমা।

বাবা বললেন : চা খাও মনিময়। তারপর অনুপমার দিকে তাকিয়ে আবার বললেন : এবার থেকে মনিময় তোকে পড়াবে, ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা পাশ করা চাই কিন্তু।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল অনুপমার চোখ। সরে এল ঘর থেকে। পালিয়ে বাঁচল যেন।

রাত্তিরে খেতে বসে বাবা বললেন : শুনছ—

মা লুচি ভাজছিলেন। আর অনুপমা পাশে বসে লুচি বেলে দিচ্ছিল।

বাবা আবার বললেন : কইগো শুনছ—

কড়াটা নামাতে নামাতে মা বললেন : কি, বলছ কি ?

মনিময় কিন্তু সোমবার থেকে আসছে, এখানেই থাকবে—

মায়ের কিন্তু অন্যদিকে নজর দেবার মত সময় তখন নয়। তাকিয়ে আছেন বাবার পাতের দিকে। খালি হলেই লুচি দেবেন। মাছ ভেঙে খেতে খেতে বাবা বলে চললেন : অনুকে পড়াবে আর এখানে থেকে কলেজ করবে—

—আর দু'টো লুচি দেব ?

—না থাক।

—এই দু'খানা নাও। তুমি ত মচ্‌মচা ভালবাস। বেশ লাল করেই ভেজেছি—

—না, বলছি আর দিওনা—

জোর করেই লুচি দু'খানা বাবার পাতে দিলেন মা। তারপর জিগ্যেস করলেন : কি বলছিলে যেন—

—ও হ্যাঁ —মনিময়কে বলে দিলাম এখানে থেকে কলেজ করবে আর অনুকে পড়াবে। তোমার কি মত? বাবা তাকিয়ে থাকেন মায়ের মুখের দিকে।

—আমার কি আবার কোন আলাদা মত আছে নাকি?

—মনিময় সোমবারে আসছে।

—আচ্ছা।

কথায় কথায় বাবা লুচি দু'খানা খেয়ে ফেললেন।

মা বললেন : তখন যে বললে বড় ও দু'খানা খেতে পারবে না?

লজ্জা পেলেন বাবা। গ্লাশের অবশিষ্ট জলটুকু খেয়ে রাত্তিরের খাওয়া শেষ করেন।

সোমবারেই মনিময় এসেছিল।

ছোট্ট টিনের লাল রঙের ফুলতোলা একটা সুটকেস আর এক টুকরো বেডিং।

বাবা বাড়ী ছিলেন না। কোথায় বেরিয়েছিলেন যেন।

আর সংসারের কাজে আটকা ছিল অনুপমা।

এগিয়ে গেলেন মা ঃ কে মনিময় এসেছ বাবা? বেশ করেছ।

পায়ের ধূলো মাথায় নিয়ে মনিময় বলল ঃ কাকাবাবু কোথায় কাকীমা? অন্তরঙ্গতার সুর মনিময়ের গলায়।

—কোথায় বেরিয়েছেন যেন, এখুনি এসে পড়বেন। ওরে ও অনু মনিময় এসেছে রে!

অনুপমা এল ঃ কি দাঁড়িয়ে কেন? চলুন আপনার ঘর দেখিয়ে দিই।

কোনের দিকের একটা ঘর মনিময়ের জন্য ঠিক করা হয়েছে মাঝখানে রাখা হয়েছে একখানা টেবিল। তার দু'পাশে দু'খানা চেয়ার। এখানে বসে অনুপমা পড়াশুনা করবে। আর একখানা তক্তাপোষ জানলার ধারেই পাতা হয়েছে। ঘরের দেয়ালে মনীষীদের ছবি।

অনুপমা বলল ঃ দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে? খুলুন দেখি আপনার বেডিং। বিছানাটা পেতে ফেলি। বিছানা পাততে লাগল অনুপমা ঃ মা এক কাপ চা দাও না মনিদাকে—রান্না ত হয়ে গেছে। স্নান করে এলেই ভাতও খেয়ে নিতে পারবে।

কলেজে ভর্তি হয়েছে মনিময়।

আর জুটিয়ে নিয়েছে একটা টিউসানী।

অবশ্য টিউসানী জোগাড় করে দিয়েছিল অনুপমা।

অনুপমা একদিন বলল: মাষ্টারী করবেন নাকি মনিদা?

—পাই কোথায়? কে দেবে? তা ছাড়া এখানে ত কারো সঙ্গে তেমন আলাপ হয়নি আমার।

—তবুও কেউ যদি দেয়—

—তা হলে নিশ্চয় করব। আনন্দে লাফিয়ে ওঠে মনিময়। কেউ যদি দেয় তার মানেও সহজ হয়ে আসে। বুঝতে পারে অনুপমাই বুঝি জুটিয়েছে তার জন্য টিউসানী।

সময়ের চাকায় ভর করে কোথা দিয়ে যেন একটা বছর ফুরিয়ে গেল—মনিময় আর অনুপমা যেন আরো ঘনিষ্ট হতে লাগল। যদিও আশ্রম গুরু বাবার আদর্শে অনুপ্রানিত মনিময় এবং সমাজ ভীরু বাবার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে অস্বীকার করতে

চাওয়া অনুপমা। তবু যেন ওদের দু'টো মন এক হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

ছায়া ছায়া ভোরে ঘুম ভেঙে গেল অনুপমার।

চাঁদ ডুবেছে। সূর্য ওঠেনি।

বাইরে ঘন কুয়াশা। ঘষা কাঁচের মত, নজর চলে না। গাছের পাতায় পাতায় হিমেল হাওয়ার জটলা।

অনুপমা তাকায় এদিক ওদিক। সব কেমন আবছা। ফিকে ফিকে—তবু নজর পড়ে ঠিক। ওই ত তক্তাপোষের ওপর বাবা শুয়ে আছেন। আর বাবার পাশে ছোট ভাইটা। বাবার কাছে শোবার জন্য বায়না করে কাঁদে ভাইটা। অন্যদিন রাত্তিরে ভাইকে নামিয়ে নিয়ে যান মা। কিন্তু আজকে নামাতে ভুলে গেছেন বোধহয়। মা শুয়ে আছেন মাটিতে অনুপমার পাশে। সবার চোখেই ঘুম। শুধু অনুপমার চোখে ঘুম নেই —আর ঘুম নেই দেওয়াল ঘড়িটার চোখে। টিক্‌টিক্‌ করে বলছে যেন : ওগো আমিও ঘুমোইনি, সারারাত জেগে আছি—

এবার অনুপমা উঠে বসল। এগিয়ে গেল দরজাটার দিকে। খিল খুলল আস্তে। না কোন শব্দ নেই। বাবার নাক ডাকা

থামেনি একমুহূর্তের জন্যও, আর মা—মা ত দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছেন—

বেশ হবে তা হলে !

বাইরে বেরিয়ে হাঁপ ছাড়তে চাইল অনুপমা। ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়ায় আরাম লাগল এতক্ষণে। আঃ—কি মনে হতে যেন এগিয়ে গেল মনিময়ের ঘরের দিকে। দরজা বন্ধ। ঘুমোচ্ছে মনিময়। একবার ঠেলল দরজাটা—এই মনিদা ওঠ—ওঠ না বলছি—কত বেলা হয়েছে দেখতে পাচ্ছনা বুঝি ?

কোন সাড়া শব্দ নেই। এবার পাশ ফিরে শুল মনিময়। খানিকক্ষণ কি ভাবল অনুপমা। হিমেল বাতাস চুল উড়িয়ে অনুপমার কানে কানে কি যেন দুষ্ট বুদ্ধি দিয়ে গেল। দাঁড়াও ঘুমনো বার করছি। পাশ ফিরে আরাম করে শোয়া হচ্ছে। খানিকটা ঠাণ্ডা জল জানলা দিয়ে ছিটিয়ে দিল অনুপমা।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল মনিময়। কিছুক্ষণ হতভম্বের মত বসে রইল। তাকাল এদিক ওদিক। জানালায় অনুপমাকে দেখল হাসছে মিটি মিটি। এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে ধরা দিল মনিময়ের চোখে। হাসতে হাসতে বলল : দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা—খিল খুলে রোয়াকে এসে দাঁড়াল মনিময়। অনুপমা কিন্তু ততক্ষণে দিয়েছে ছুট। অনুপমার

পেছন পেছন মনিময়ও দৌড়াল খানিকক্ষণ। কিন্তু ধরতে আর পারে না। হাঁপিয়ে উঠল মনিময়। বলল এক সময় : আজকে পড়া না পারলে এমন গাঁট্টা দেব তখন বুঝবে মজা—হাসতে লাগল মনিময়।

ঠোঁট উলটে অনুপমা বলল : পড়া পারলে ত আর কিছু বলতে পারবে না ?

আকাশের পূর্বদিকে সূর্যের উঁকি ঝুঁকি শুরু হয়ে গেছে। লক্ষ্য বুঝি আকাশের চূড়া—বেলা বারোটার মধ্যে যেমন করে হোক পৌঁছতেই হবে।

বাবা উঠেছেন। গেছেন কলতলায়।

মা গেছেন রান্নাঘরে আঁচ ধরাতে।

অনুপমা জানে এক্ষুনি তার ডাক পড়বে : অনু চায়ের জল বসা—আমি বাসি কাপড় কেচে আসি—

মনিময়ও তৈরী হয়ে নেবে। চা খেয়েই দৌড়বে টিউসানী করতে। তারপর আবার কলেজের তাড়া—

দিন যায়। রাত ফুরায়। সময়ের চাকা ঘুরে চলে। একটুও থামা নেই কোনখানে। বর্ষা ফুরায়। শীত আসে। গাছের পাতারা ঝরে যায় একে একে আগামী বসন্তের সম্ভাবনায় আর এই ফাঁকে দু'টো মন কাছাকাছি চলে আসে কেউ কি তার খোঁজ রাখে?

অনুপমা একদিন বলল : আচ্ছা মনিদা মোটা খদ্দরের জামা কাপড়গুলো পর কি করে? কষ্ট হয় না?

—কষ্ট? হাসল মনিময়।

—আমার ত খদ্দর দেখলে কেমন গা শিরশির করে—

—আমরা গান্ধী মহারাজের শিষ্য—গান্ধীজী যেদিন থেকে আদেশ দিলেন, 'বিদেশীর জিনিষ পরিত্যাগ কর—চরকা কাট তাহলে নিজেদের কোন দুঃখ কষ্ট আর থাকবে না। পরের

দিকে আর চেয়ে থেকো না—স্বাবলম্বী হও।' বাবা গান্ধীজীর বাণী শিরোধার্য্য করলেন—গড়লেন আশ্রম—দীক্ষা দিতে লাগলেন ভারতের গরীব মানুষদের।

—আমতা আমতা করতে লাগল অনুপমা : আমি-আমি—

—সেই বাবার ছেলে আমি—আত্মপ্রত্যয়ে মনিময়ের চোখ মুখ উজ্জ্বল।

সামান্য কথায় এমন একটা পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে এতটা বুঝতে পারেনি অনুপমা। তাহলে বলত না। মনিময়কে চিনে ফেলেছে অনুপমা। জেনে ফেলেছে। তাই ত কথাগুলো বলে খেলা করতে চেয়েছিল অনুপমা। আঘাত— অনুপমা ত আঘাত করতে চায়নি—

তবে ?

তবু—তবু কি ভাবছে মনিময় ? রাগ করেছে ?

এবার অনুপমা কি করবে ? বলবে : মনিদা তোমার চা নিয়ে আসছি—হাত মুখ ধুয়ে এসো—ভাবতে লাগল অনুপমা।

আর একদিন।

ঘর দোর ঝাড়তে ঝাড়তে কখন যে গান্ধীজীর ছবিটা উলটে

গেছিল আর চোরের মত চুপিচুপি কখন যে মনিময় ঘরে এসে ঢুকেছিল, কেউ খেয়াল পর্যন্ত করেনি।

—ছবিটাকে ওরকম ভাবে উলটে রাখলে যে? রাগ করে উঠল মনিময়।

—কোন ছবিটা? কিছুই যেন বুঝতে পারেনি অনুপমা।

--কেন দেওয়ালে ওই যে ছবিটা উলটে রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না বুঝি? দেয়ালের দিকে আঙ্গুল দেখাল মনিময়।

এবার অনুপমা তাকাল দেয়ালের দিকে। সত্যি ত কখন যে ছবিটা উল্‌টে গেছে খেয়ালই করেনি অনুপমা। এখন কি করবে দৌড়ে গিয়ে ছবিটা ঠিক করে দেবে নাকি? কিন্তু অনুপমা কিছুই করল না। কি যেন খেয়াল হল, বলল: বুড়োর ছবিটা থাক না ওভাবে—

—ওভাবে থাকবে? বুড়োর ছবিটা? দিন দিন তোমার কি যে বুদ্ধিশুদ্ধি হচ্ছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না—দৌড়ে গেল মনিময় ছবিটার দিকে। এবার ফিরে এসে অনুপমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনিময় নিজের মুখটাকে একটু ঝুঁকিয়ে বলতে লাগল: ছিঃ অনু মহামানবদের নিয়ে এমন ভাবে কথা বলতে নেই—ব্যঙ্গ করতে নেই—

তারপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল। আর কখন যে

অনুপমার মুখের ওপর মনিময়ের মুখটা নেমে এসেছিল। এর জন্য কেউই প্রস্তুত ছিল না—

—আঃ ছাড় ছাড়। একি করছ মনিদা? কেউ যদি দেখে থাকে? হাঁপাচ্ছে অনুপমা।

—দেখে থাকে মানে? নিশ্চয় দেখেছে—

—দেখেছে! চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে অনুপমার।

—হ্যাঁ। কেউ না কেউ নিশ্চয় দেখেছে।

—কে দেখেছে? বাবা? মা? ভাই? অজানা আশংকায় মনটা কেঁপে কেঁপে ওঠে। জানলা দিয়ে তাকায় অনুপমা। কই কাউকে ত দেখছি না?

তবু হাসছে মনিময়।

—কেউ দেখেছে অথচ তুমি হাসছ? রাগ করে ওঠে অনুপমা।

—আমি ত বলছি নিশ্চয় কেউ দেখেছে। ভাবলেশহীন মনিময়ের গলা।

—বলনা কে দেখেছে—কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চাইল অনুপমা।

—বলব?

—হ্যাঁ, বল তোমার দু'টি পায়ে পড়ি মনিদা—

হাসছে মনিময়। বলেঃ আমার মনে হয় তোমার ওই

বুড়োটাই দেখেছে। আঙ্গুল দিয়ে আবার গান্ধীজীর ছবিটা দেখাতে লাগল মনিময়।

এবার ভারী লজ্জা পেল অনুপমা। কিছুক্ষণ মুখ নীচু করে রইল। তারপর ছুটে পালাল বাড়ীর ভেতরে।

মনের কোণে জমা করে রাখা ঘটনাগুলো একের পর এক চোখের সামনে মেলে ধরতে লাগল অনুপমা। তৃপ্তি পেতে চাইল। বারবার পড়া কোন একটা উপন্যাস যেন, আবার শুরু করতে চায় প্রথম থেকে। ছোট ছোট ঘটনা—যেন ছোট ছোট গল্প। মনিমুক্তার মত উজ্জ্বল। ভাস্বর।

দুই

অনুদি কোথায় ?

ঘণ্টা ত অনেকক্ষণ পড়ে গেছে অথচ অনুদি—কয়েকটা মেয়ে দরজার দিকে চোখ রাখে।

এখুনি অনুদি এসে পড়বেন। অনুদি কোনদিন ত এত দেরী করেন না ?

ক্লাসে চ্যাঁচামেচি শুরু হয়েছে।

—আঃ কি যে কচ্ছিস তোরা—রমা অফিস ঘরে গিয়ে দেখ ত অনুদি কি কচ্ছেন ?

রমা মনিটার। ক্লাসে টিচার না থাকলে ক্লাসের গোলমাল থামানোর দায়িত্ব তারই। বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রমা বলল ঃ তোমরা চুপ কর আমি অনুদিকে ধরে নিয়ে আসি। দরজার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল রমা।

হেডমিষ্ট্রেস একবার ঘুরে গেলেন। ক্লাসে অনুপমাকে না দেখতে পেয়ে অবাক হলেন শুধু।

একটু পরে অনুপমা এল।

থেমে গেল গোলমাল।

চুপচাপ সবাই।

একটু আগে গোলমাল দেখে হেডমিস্ট্রেস পর্যন্ত ছুটে এসেছিলেন অথচ এখন যেন তার কোন চিহ্ন পর্যন্তই নেই।

সবাই শান্ত।

—তোমরা এতক্ষণ বুঝি খুব গোলমাল করছিলে? চেয়ারের ওপর শরীরটা এলিয়ে দিতে দিতে মিইয়ে আসা সুরে কথা বলল অনুপমা: তোমাদের আজকে কি পড়া আছে?

—ভূগোল—

আপনার শরীরটা কি খারাপ দিদিমণি?

মেয়েটার প্রশ্নে চমকে উঠল অনুপমা। সত্যি কি শরীর খারাপ? চেহারা দেখে কি তাই মনে হয়? হয়ত হবে। নিজের মনের কাছে উত্তর পেতে চেষ্টা করে অনুপমা। অনুপমা আবার বলে: ভূগোলের কোনটা পড়া আজ তোমাদের?

পৃথিবীর আকৃতি—

—আচ্ছা বেশ। তোমরা নিশ্চয় পড়াটা শিখে এসেছ, তাই না?

—হ্যাঁ, দিদিমণি—

—কিন্তু আবার যদি পড়াটা বুঝিয়ে দিতেন—

অনুপমা তাকাল মেয়েটার দিকে। ছোট ছোট চোখ দু'টোর ওপর বেঢপ চশমা লাগিয়ে কেমন অদ্ভুৎ দেখাচ্ছে মেয়েটাকে।

—আচ্ছা আমি আবার পড়াটা বুঝিয়ে দেব, তার আগে যারা শিখে এসেছ তারা নিজেদের খাতায় লিখে ফেল, কেমন?

—আচ্ছা, তাই লিখছি দিদিমণি—

—পৃথিবীর আকৃতি গোল তবে উত্তর দক্ষিণ কিঞ্চিৎ চাপা। অনেকটা তোমাদের এই কমলালেবুর মতন—গলাটা শুকিয়ে আসছে ক্রমেই। প্রিয়জন হারানোর ব্যথায় ককিয়ে উঠছে মনটা। আর থেকে থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে একটা মুখ। সেই রুক্ষচুলের রাশ উড়ছে হাওয়ায়। আর রয়েছে জ্বলন্ত চুরুট যেটা জ্বলছে আগ্নেয়গিরির মতন, জ্বলবেও তদ্দিন— আর সাক্ষী হয়ে থাকবে সমাজের বীভৎসতার—

মেয়েগুলো আবার চ্যাঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

এতক্ষণে যেন সম্বিত ফিরে পেল অনুপমা: আবার কি শুরু করেছ তোমরা?

ঢং।

ঘণ্টা পড়ে গেল।

অনুপমা বলল: এই পড়াটাই আবার রইল—

ক্লাস থেকে বেরিয়ে সোজা অফিস ঘরের দিকে চলল অনুপমা। তারপর হেডমিষ্ট্রেসকে বলল ঃ আজ আমার শরীরটা ভাল নেই মিস তালুকদার—

—আপনার কি ছুটি চাই ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা।

রোজকার মত আজও টিচার্স রুম জমজমাট।

জয়ন্তী আর তরুলতা কোণের দিকে বসে ফিস্‌ফিস্ করে সংসারের খুঁটিনাটি কথায় জমে উঠেছিল।

—আজকাল যা আটা দিচ্ছে রুটি আর খেতে ইচ্ছে করেনা। কি বালি কি বালি! কেমন যেন গাটা শিরশির করে ওঠে জয়ন্তীর।

—যা বলেছ ভাই জয়ন্তী, ছেলেটা আবার রুটির জন্য কাঁদে, দিতেও ভরসা হয় না পেট খারাপ করতে পারে।

—তা পারে, এদিকে একটা কাণ্ড হয়েছে, মণীষা চলে যাচ্ছে—

—অন্য স্কুলে নাকি ? ভাল চান্স পেয়েছে বুঝি ?

—হ্যাঁ, ভাল চান্সই বটে! মুচকে মুচকে হাসে জয়ন্তী।

জয়ন্তীর হাসার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে তরুলতা জিগ্যেস করল : কোন স্কুলে জয়ন্তী?

—কোন স্কুলে আর নয়—মণীষা বিয়ে করছে—

—সত্যি?

—সত্যি না ত মিথ্যা বলছি নাকি?

—বিয়ে করলে স্কুল ছাড়তে হবে কেন? আমাদের ত বিয়ে হয়েছে, তাই বলে আমরা কি আর মাষ্টারী করছি না?

—মণীষার বর নাকি ওকে আর চাকরী করতে দেবে না।

—ও তাই বল—যাক আমাদের নেমন্তন্ন একটা তা হলে হচ্ছে।

এতক্ষণ কেতকী বসে বসে হোম টাস্কের খাতা দেখছিল। বলল : জয়ন্তী তোমরা চুপি চুপি কি বলাবলি করছ ভাই?

—আমরা এই সংসারের সুখ দুঃখের দু'চারটে কথা বলাবলি করছি। জয়ন্তী বলল।

—তাই কি? না অন্য কোন মতলব পাকাচ্ছ? হাতের পেন্সিল থেমে গেছে কেতকীর।

—হ্যাঁ, তাই বোধ হয়—

তরুলতাও হাসল।

আর ওদিকে আরো দু'চার জন হাসছে।

—এই তোমাদের আবার কি হল? অত হাসছ কেন?

—ছুটি হবার আগেই অনুপমা যে আজ ভেগেছে—

—কেন অনুপমার আবার কি হল? শরীর খারাপ টারাপ নয় ত? ব্যস্ত হয়ে উঠল কেতকী।

মুখ খোলার জন্য এতক্ষণ হাঁ করেছিল সতী। বলল: কিছুই ত বুঝতে পারছি না দেরীতে স্কুলে এসেছে, একটা পিরিয়ড ক্লাস করতে না করতে ভেগে গেল—

—নিশ্চয় কোন একটা ব্যাপার ঘটেছে এবং বেশ গুরুতর-- সুলতা বলতে শুরু করল।

সুলতাকে থামিয়ে দিয়ে গোপা বলল: গুরুতর ত নিশ্চয়— আমার মনে হয় অনুপমা প্রেমে পড়েছে, তা না হলে—

সুলতা বলল: শেষকালে বুড়ো বয়সেও প্রেম?

কেতকী বলে: কি শুরু করেছ তোমরা?

—আপনি বুঝতে পারছেন না কেতকীদি, গোপার কথাটা ভেবে দেখবার মত—

—এসব কি হচ্ছে তোমাদের—কেতকীদির সামনে কি সব শুরু করেছ—তরুলতা ওদের থামাতে চেষ্টা করে।

কেতকী ঘোষাল সবার চেয়ে বয়সে বড় আর সবচেয়ে পুরনো। তাই সবাই শ্রদ্ধার চোখে দেখে। একটা কথা বললে কেউ প্রতিবাদ করে না। তাই কেতকী আবার বলে:

ছোট খাট ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামাতে পার তোমরা—
সামান্য জিনিষকে রং চং করে কি আনন্দ যে পাও তোমরা?

ঢং ঢং ঢং। ঘণ্টা পড়ল।

টিফিন ওভার হল এতক্ষণে। সবাই একে একে যে যার ক্লাসের দিকে যেতে লাগল।

স্কুলে আসার পর থেকে মেয়েটা কাঁদছে।

সবাই একবার করে জিগ্যেস করতে লাগল ঃ এই কাঁদছিস কেন রে সীতা?

কাউকে উত্তর দেওয়া ত দূরের কথা—খালি কাঁদছেই সীতা।

কেন কাঁদছে সীতা? সবাই সবার মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

রমা এগিয়ে গেল সীতার কাছে। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে জিগ্যেস করল ঃ তোর কি হয়েছে রে সীতা? শরীর খারাপ লাগছে? পেট কামড়াচ্ছে?

—না। কাঁদতে কাঁদতে এবার প্রথম কথা বলে সীতা।

—তবে ? ফাঁক বুঝে অন্য একজন মেয়ে জিগ্যেস করে বসে।

এবার আর কোন কথা নেই সীতার।

সীতা বোবা।

কান্না। শুধু কান্না।

এক ঘেয়ে কান্না।

অনুপমা এল।

উঠে দাঁড়াল মেয়ের দল।

—বোস।

এবার সবাই মিলে নালিশ জানাল : সীতার যে কি হয়েছে দিদিমণি, স্কুলে আসার পর থেকে কেবলই কাঁদছে। কিন্তু কাউকে কিছু বলছে না, খালি কাঁদছে।

অনুপমা ডাকল : সীতা—

সীতা তবু কিছু বলে না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

অনুপমা আবার ডাকল : সীতা—সীতু—আদর করে ডাকে অনুপমা।

এবার নড়েচড়ে ওঠে সীতা। হাত দিয়ে চোখ দু'টো কচলাতে কচলাতে বলে : কি বলছেন দিদিমণি—কথাগুলো কান্নায় বুজে আসতে চাইছে।

—এদিকে এসো—আমার কাছে।

বেঞ্চ থেকে উঠে অনুপমার দিকে এগিয়ে গেল সীতা। তারপর আবার হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

মেয়েরা সবাই তাকিয়ে থাকে সীতার দিকে।

কান্নার পেছনের ইতিহাস সবাই জানতে চায়।

অনুপমা আদর করে কাছে টেনে নেয় সীতাকে। রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করেঃ তোমার কি হয়েছে সীতা—আমাকেও বলবে না?

—হ্যাঁ, বলব। মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় সীতা।

—তবে বল—

কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল সীতাঃ বাবার চাকরী গেছে তাই আমার পড়া আর হবে না—বাবা বলেন, আমি নাকি বড় হয়ে গেছি রাস্তায় আর বেরুতে পারব না। না না আমি পড়ব দিদিমণি!

চমকে উঠল অনুপমা। হোঁচট খেল—

সীতার বাবার চাকরী নেই। সীতা তাই স্কুলে পড়তে পারবে না অথচ অনুর বাবার চাকরী ত ছিল। কিন্তু কেন সে পড়তে পারবে না? কেন—কেন?

অনুপমা ওলটাতে লাগল জীবনোপন্যাসের কয়েকটা পাতা। তারপর—তারপর চোখ দু'টো স্থির হল আর হঠাৎ বুক বেয়ে

ভয়ের শিরশিরানি নামল। চোখ বুজল অনুপমা। তবু—তবু বুঝি রেহাই নেই ঘটনার হাত থেকে।

সেবারের কথা বেশ মনে আছে অনুপমার।

বাবা বলেছিলেন: অনুপমার স্কুলে যাওয়া আর ভাল দেখায় না।

মা অবশ্য বলতে বাধ্য হয়েছিলেন: কি এমন বয়েস হয়েছে অনুর যে এরই মধ্যে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করছ ?

—বয়েস হয়নি, এগারো গিয়ে বারোয় পড়ল।

—মোটেত বারো—ওর চেয়ে কত বড় বড় মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে—

—তা হোক আমি যা পছন্দ করি না—বাবা আর শেষ করলেন না।

এই শেষ না করার অর্থ সবাই বোঝে। একবার যা ভাববেন তা না করে কিছুতেই ছাড়বেন না। বড় একগুঁয়ে বাবা।

মা বুঝেছিলেন এবার অনর্থ বাধাবে অনুপমা।

বড্ড আবদারে মেয়ে অনুপমা।

যদিও জানতেন বাবা কিছুতেই মত করবেন না তবুও অনুপমার মুখ চেয়ে মা বলতে চেষ্টা করলেনঃ তা পড়ুকনা আর দু'টো বছর--

—কোন কথা নিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেউ তর্ক করুক এটা আমি পছন্দ করিনা। কাঁপছিলেন বাবা। রাগলেই বাবা কাঁপতে থাকেন। চোখ দু'টো অসম্ভব লাল হয়ে উঠেছে। চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে যেনঃ আমি যা ভাল বুঝব তাই কবর—ওই শেষ কথা বাবার।

মা শুনলেন সব কথা। এরপরে কোন কথা বলতে আর সাহস পাননি।

অনুপমা কি করবে? বাবার এই খামখেয়ালীকে সহ্য করবে?

এবার ভয় পেয়ে গেলেন মা। অনুপমা কিছু একটা অনর্থ বাধাবেই বাধাবে। হয়ত খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেবে। কেন জানি এই ধারণা পেয়ে বসল মাকে। তবু মা তাকিয়ে থাকলেন বাবার মুখের দিকে। বাবা যদি মত পালটান—

অনুপমা সব শুনল। মুখে অবশ্য কিছু বলল না। কথা কাটাকাটি করল না বাবার সঙ্গে। কিন্তু ঠিক করেছিল বাবার এ খামখেয়ালীকে কিছুতেই মেনে নেবে না। মাকে বলেছিল

এক সময় ঃ এ কথা নিয়ে কেন বাবার সঙ্গে মিছিমিছি কথা কাটাকাটি করছ ?

মায়ের অনুমান ঠিক হল শেষ পর্যন্ত।

খাওয়া দাওয়া বন্ধ করল অনুপমা। বাবার এই খাম-খেয়ালীকে কিছুতেই সহ্য করবে না—

মা আসেন। বোঝান কত ঃ নে ওঠ খেতে চল—

—না আমি খাব না।

মা কান্নাকাটি করেন ঃ তুই না খেলে আমি কি করে খাই বল দেখি?

—তা আমি কি জানি—

—তুই বুঝবি না, তোর বাবা বুঝবে না তবে কে বুঝবে ?

—না না আমি বুঝতে চাই না—

—ওঠ লক্ষ্মীটি—উনি আসুন আমি আবার তাকে বুঝিয়ে বলব।

—মা তোমাকে কিছুই বলতে হবে না।

—আচ্ছা আমি বলব না। তুই ওঠ খেয়ে নে লক্ষ্মীটি—

—না আমি খাব না। কিছুতেই খাব না।

—তুই কি আমার কথা শুনবি না ?

—তোমার কথা শুনব না কেন মা ? নিশ্চয় শুনব—

—তবে তুই ওঠ লক্ষ্মী আমার—

—মা, এই কথা নিয়ে তুমি আর বিরক্ত করো না। ভাল করে চাদরটা টেনে দিল মুখ পর্যন্ত।

—সবাই মিলে আমায় জ্বালিয়ে খেল—ভগবান আমায় নিলে রক্ষা পেয়ে যাই—মা বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে।

বাবা অফিস থেকে ফিরতে মা ভেঙে পড়লেন : তোমরা কি পেয়েছ বলত ?

অবাক চোখে বাবা তাকিয়ে থাকেন মায়ের দিকে।

—আমায় পাগল না করে কি তোমরা রেহাই দেবে না ?

—কেন কি হল ? বাবা আরও অবাক হন।

—মেয়েকে স্কুলে যেতে নিষেধ করলে সেই যে মেয়ে বিছানা নিয়েছে, আর ওঠেও না খায় না—

—তাতে হয়েছে কি ? মায়ের কথা শেষ করার আগেই বাবা জিগ্যেস করলেন।

—তাতে হয়েছে কি—মেয়েটা যদি না খেয়ে থাকে তা হলে আমি মা হয়ে কি করে মুখে ভাত তুলি। আর এরকম যদি খাওয়া বন্ধ করে তবে বাঁচবে কদ্দিন ?

এতক্ষণে বাবা, সব বুঝতে পারেন। তবে মুশকিলে

পড়েন। কি করবেন? কি করা উচিৎ? একবার ভাবলেন, পড়ুকনা আর কটা বছর—কি ক্ষতি হবে তাতে? কি এমন বয়েস হয়েছে মেয়ের? কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের কাছে পিতৃত্ব হেরে যায় শেষ পর্যন্ত। না না লেখাপড়ায় আর দরকার নেই। যতটুকু পড়েছে ওই যথেষ্ট। কেউ যদি বলে চক্রবর্তী তোমার মেয়েটাকে এখনও স্কুলে যেতে দিচ্ছ? তখন? না না স্কুলে পড়ে আর কাজ নেই। তার চেয়ে একটা ভাল ছেলে দেখে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন। তাই ভাল—সমস্যার সমাধান করতে পেরে অকূলে কূল খুঁজে পেলেন যেন বাবা।

মাস দু'এক বাদে স্কুল থেকে চিঠি এল: দু'মাস হয়ে গেল, অনুপমা স্কুলে আসছেনা। কি হয়েছে তাড়াতাড়ি জানান। আমাদের মনে হয় খারাপ অসুখ বিসুখ কিছু করেছে। কারণ এ রকম কামাই অনুপমা কোনদিন করেনি। তাড়াতাড়ি জানান। আমরা বড় চিন্তায় রইলাম। এর উত্তরে বাবা লিখেছিলেন: উদ্বেগের কোন কারণ নেই। অনুপমা ভালই আছে। তবে স্কুলে আর যাবে না।

মাষ্টাররা শুধু শুধু আপশোষ করেছিলেন অমন মেয়ের জীবনে এত তাড়াতাড়ি ইতি টানা হয়ে গেল এমন করে—

স্তব্ধ হয়ে বসে রইল অনুপমা।

সীতার বাবার চাকরী গেছে। তাই সীতার স্কুল বন্ধ

অথচ অনুর বাবার চাকরী থাকতেও স্কুল বন্ধ হয়ে গেছিল।

একদিকে বেকারীর জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে বেঁচে থাকা— আর অন্যদিকে সমাজের কুসংস্কার আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকা —যদিও দু'টো বিভিন্ন—তবু—তবু এই বিভিন্নতার মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে কেমন যেন একটা নিগূঢ় যোগসূত্র খুঁজে পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল অনুপমা।

তিন

স্কুলের মধ্যে তাপসী সবচেয়ে ছোট। তাই সবাইকে দিদি বলে ডাকে। ক্লাস থেকে বেরিয়ে সবে টিচার্স রুমে ঢুকেছে অনুপমা। তাপসী ওৎ পেতেছিল এতক্ষণ। বলল: কাল আমাদের বিয়ের এক বছর পূর্ণ হবে তাই সামান্য কিছু আয়োজন করেছি—তোমার আসা চাই কিন্তু। আমার আর ওঁর দুজনেরই অনুরোধ। গালে টোল ফেলে হাসল তাপসী। হাসলে আরও সুন্দর হয়ে ওঠে তাপস ।

—আচ্ছা যাব।

—তা হলে কথা দিচ্ছ ত ?

—আচ্ছা যাবরে যাব—তাপসীর টোলপড়া গাল দু'টো টিপে দিয়ে অনুপমা বলতে লাগল: তোদের দু'জনের যখন অনুরোধ, আমি কি ঠেলতে পারি? তোর একার হলে হয়ত—এবার হেসে উঠল অনুপমা।

—ইস্ অনুদির কথা শোন না। কপট গাম্ভীর্যে মুখ ভার করল তাপসী।

তারপর দিন।

আজ স্কুলে আসেনি তাপসী। ছুটি নিয়েছে মিস্ তালুকদারের কাছে। জানিয়েছে বিবাহ বার্ষিকীর কথা : কাল কিন্তু আমায় ছুটি দিতে হবে মিস্ তালুকদার—

—কেন? কাল আবার কি আছে?

হঠাৎ লজ্জা পেল তাপসী। কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

—কি—কি হল? মিস্ তালুকদার আবার জিগ্যেস করলেন।

এবার চোখ মুখ লাল করেই উত্তর দিয়েছিল তাপসী : কাল আমাদের বিয়ের এক বছর হবে কিনা তাই—

—ও এর জন্য এত লজ্জা। হাসতে চেষ্টা করেছিলেন মিস্ তালুকদার। কিন্তু চিরদিন ব্যর্থ বসন্তের বোঝা বয়ে বয়ে

হাসতেও বুঝি ভুলে গেছেন। তাই হাসতে না পেরে বললেন ঃ আচ্ছা—

অনুপমার ক্লাস আজ বেশী নিতে হবে। তাপসীর দুটো ক্লাস অনুপমার ভাগে পড়েছে। অন্যদিন তিনটেতে অফ হয়ে যায়। চারটের আগে ছুটি নেই আজ। তারপর আবার ছটার মধ্যে তাপসীর বাড়ী যেতে হবে। অত করে যখন বলেছে—

ঢং ঢং ঢং ঢং।

ঘণ্টা পড়ল।

ছোট্ট হাত ঘড়িটার ওপর চোখ রাখল অনুপমা। চারটে বেজে গেছে। আর দেরী করলে ত চলবে না। তাড়াতাড়ি ট্রাম রাস্তার দিকে চলতে লাগল। স্টপেজ তখন অনেক দূর। চলতে চলতে ভাবতে লাগল অনুপমা। কি উপহার দেবে তাপসীকে? তারপর কলেজ ষ্ট্রীটের ট্রামেই চেপে বসল শেষ পর্যন্ত। দেখা যাক কি কেনা যায়। ট্রামে অবশ্য ভীড় বেশী ছিল না। তবে লেডিস সিটগুলো আগে থেকেই ভর্তি হয়েই

আছে। পুরুষদের সিটও তাই। আরও দু'চার জন এদিকে ওদিকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে আছে, বসবার জায়গা না পেয়ে অনুপমা সরু প্যাসেজে এসে দাঁড়িয়েছে। ইচ্ছে হল কেউ নেমে গেলেই সেখানে গিয়ে বসা। ট্রামটা একবার থেমে আবার চলতে লাগল। না কেউ নামল না। বরং উঠল দু'চার জন।

এবার ওদিক থেকে কে যেন বলে উঠল : এদিকে আসুন—

অনুপমা তাকাল ওদিকে। হ্যাঁ তাকেই ডাকছেন ভদ্রলোক। এতক্ষণ একাই বসে ছিলেন ভদ্রলোক। অনুপমা খেয়াল করেনি সেদিকে। তবু আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল অনুপমা। ভদ্রলোক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন : বসুন—

ভদ্রলোক সরে আসতেই অনুপমা বসে পড়ল। বলল : ধন্যবাদ। তারপর জানলার দিকে সরে গিয়ে আবার বলল : আপনিও বসুন না—

সংকোচ বোধ করেন ভদ্রলোক : আমি এই কলেজ স্ট্রীটে নেমে যাব—

—আমিও। বলল অনুপমা।

—ও।

—কলেজ স্ট্রীটের এখনও দেরী আছে ততক্ষণ নিশ্চয় বসতে আপত্তি নেই—

ভদ্রলোক বসলেন। অনুপমার ছোঁয়া বাঁচিয়ে।

অনুপমা এক ফাঁকে তাকিয়ে দেখে নিয়েছে ভদ্রলোককে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করতে চেয়েছে মনে মনে। কেন জানি ভাল লেগেছে ভদ্রলোকের এই অযাচিত ব্যবহার। তার সৌজন্য বোধে মুগ্ধ হয়ে জিগ্যেস করেছিল : কলেজ ষ্ট্রীটে কোথায় যাবেন ?

—বই কিনব। উপহার দিতে হবে।

—আমারও তাই। গ্লোব নার্শারিতে যাব। কিছু ফুল কিনব।

তাপসীর বাড়ী খুঁজে বার করতে একটু কষ্টই হয়েছিল অনুপমার। বড় রাস্তা থেকে ডান দিকে যে গলিটা বেরিয়েছে কিছুদূর যেতে না যেতে গলিটা আর নেই। সামনে একটা বাড়ী। পুরনো আমলের চুন বালি খসা বিরাট বাড়ীটা। বিরাট দৈত্যের মত পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। এটাকে ভেদ করে গলিটা এগোতে না পেরে হতাশার শ্বাস ফেলছে শুধু।

যাক এবার নম্বরটা মেলানো যাক। নম্বর মেলাতে চেষ্টা

করল অনুপমা। ওই ত আবছা আবছা নম্বরটা দেখা যাচ্ছে। এই বাড়ীটাই ত – তা হলে এই ভাঙাচোরা বাড়ীটাতেই তাপসীরা থাকে। কড়া নাড়ল অনুপমা। কি বিশ্রী গন্ধ চারদিকে গা গুলিয়ে আসছে। দরজার পাশেই স্তুপীকৃত ময়লা, ছাই পাঁশ আর আবর্জনা। আর দেওয়ালে কাঁচা ঘুঁটে। অসহ্য লাগছিল অনুপমার। তবুও রুমাল দিয়ে নাক চেপে ধরে জোরে জোরে কড়া নাড়তে লাগল।

এবার দরজাটা খুলে গেল ঃ কাকে চাই? বর্ষিয়সী মহিলা দরজা খুলে মুখ বাড়াল।

—তাপসী—তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায় থাকে এখানে?

—কোন তাপসী? মাষ্টারনী—তবে ওই দোতলায় থাকে। মহিলার গলায় কৌতুক।

ততক্ষণে তাপসী নেমে এসেছে ঃ আরে অনুদি—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? বাড়ী চিনতে কষ্ট হয়নি ত? আমি ত তোমায় ডিরেকসন দিতে ভুলেই গেছলাম।

—তা একটু কষ্ট হয়েছে বইকি—অনুপমা তাপসীর পেছনে পেছনে চলতে লাগল।

—আমরা দোতলায় থাকি—ওই যে সিঁড়ি—

—আচ্ছা তাপসী ওই ভদ্র মহিলা কেরে? যে দরজা খুলে দিল—

—ও তুমি পাগলীর কথা বলছ! ও নীচে থাকে। কোন লোক এলে দরজা খুলে দেবে, ওই জিগ্যেস করবে, কাকে চাই? তারপর ব্যঙ্গ করে হেসে বলবে: ওপরে থাকে কিম্বা নীচে থাকে। বলেই ঘরে গিয়ে ঢুকবে। খিল তুলে দিয়ে কাঁদতে বসবে। একটু পরে তুমিও ওর কান্নার শব্দ শুনতে পাবে।

অনেকগুলো ঘরের সামনে দিয়ে বারান্দা পেরিয়ে তবে সিঁড়ি। একবার একটুখানি থমকে দাঁড়াল অনুপমা। তারপর সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল।

এক সময় তাপসী বলেছিল: এ ঘরটায় পাগলী থাকে।

অনুপমা দেখল সত্যি দরজা বন্ধ। এখুনি বুঝি কান্না শুরু করবে পাগলী।

দোতলায় উঠে এলে তাপসী বলল: তুমি একটু বসো অনুদি আমি ওদিকের কাজকর্ম দেখে আসি—

—আচ্ছা। মাথা নাড়ল অনুপমা।

অনুপমা যে ঘরে বসল সেখানা আসলে ঘর নয়—বারান্দার একটা অংশ। হোগলার বেড়া দিয়ে ঘিরে নেওয়া হয়েছে। তবু ঘরখানাকে সুন্দর করে সাজিয়েছে তাপসী। দু' দেয়ালে দু'খানা ছবি। হাতের কাজ একখানা। সূচী শিল্পের অপূর্ব সৃষ্টি। আর এক দেয়ালে ক্যামেরায় তোলা ছবি। বিয়ের পর তুলিয়েছে ওরা। তাপসী বসে আছে চেয়ারে আর

ওকে ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে ওর স্বামী। বেশ মানিয়েছে দু'টিতে।

ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকল অনুপমা।

চোখ দু'টো ঝাপসা হয়ে আসছে কেন?

তবুও জোর করে তাকাতে চেষ্টা করে অনুপমা।

বা বেশ মজা ত!

অনুপমা দেখল তাপসী নেই—অনুপমা বসে আছে চেয়ারে। তাপসীর স্বামী নেই। তবে ওখানে কে? মনিদা—মনিময় যেন অনুপমাকে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

অনুপমা আর মনিময়।

ওদের দু'টিতেও মানিয়েছিল বেশ।

তবে?

কি হয়ে গেল যেন—

সমাজ আর কুসংস্কার—

কুসংস্কার আর সমাজ—এটাই বাবার জীবনে বড় হল। প্রেম—ভালবাসা এর নাকি কোন দাম নেই। সমাজের চোখে। বাবার চোখেও।

প্রেম—ভালবাসা সত্যিই কি এর কোন দাম নেই?

সমাজের চোখে এর কি কোনই মূল্য নেই?

কিন্তু—

মন ?

মনকি মানবে বাবার শাষণ ? সমাজের চোখ রাঙানি ?

বাবা ডাকলেন : অনু—

—যাই বাবা। রান্নাঘরে বসে কুটনো কুটছিল—রান্নার কাজে সাহায্য করছিল। বঁঠিটা উলটে রেখে উঠে দাঁড়াল অনুপমা। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল বাবার ঘরের দিকে।

ঘর ভরে পায়চারী করছেন বাবা।

একি চেহারা হয়েছে বাবার ? চোখ দু'টো জবা ফুলের মত লাল। বাবার কি শরীর খারাপ করেছে ? জ্বর হয়নি ত ?

—একি সব শুনছি ? বাবা গর্জে উঠলেন।

চমকে উঠল অনুপমা। টেবিলের কোণা ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ।

—এসব চলবে না এখানে ? বাবার গর্জন তখনও থামেনি।

—আমি ত কিছুই বুঝতে পারছি না বাবা। আমতা আমতা করে বলতে চেষ্টা করল অনুপমা।

—কিছুই বুঝতে পারছনা না ? ভেংচে উঠলেন বাবা।

কি কুৎসিত কি ঘৃণ্য মনে হল যেন বাবাকে।

মাস্টারের সঙ্গে প্রেম হচ্ছে ? ভা-ল-বা-সা-কি রকম ভেঙে ভেঙে উচ্চারণ করলেন বাবা।

বাবার চ্যাঁচামিচিতে মা এক ফাঁকে ঘরে এসে ঢোকেন। বাবাকে থামাতে চেষ্টা করে বলেন : কি চীৎকার শুরু করেছ বলত ? আসে পাশের লোকেরা কি ভাবছে ? মা নিজেই ঘরের জানলা কপাটগুলো বন্ধ করতে লাগলেন।

—আমার ঘরে আমি চীৎকার করব, যা খুশী তাই করব তাতে কার কি ? আমি কি কারও খাই যে কাউকে ভয় করব ?

মাই ত বাবাকে এসে বলেছেন : মেয়ে যে বড় হয়ে উঠেছে বিয়ে দিতে হবে না, না ?

—ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা এসে গেছে ওটা আগে শেষ হোক তারপর না হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

—বিয়ে হয়ে গেলে কি পরীক্ষা দিতে পারে না ? এদিকে মনিময়—কথাটা যেন ইচ্ছে করেই শেষ করলেন না মা।

—মনিময়ের আবার হল কি ? বাবার চোখ দুটো কুচকে উঠল।

—শেষকালে কিন্তু একটা কেলেঙ্কারী বাঁধাবে, সে আমি বলে রাখছি—

বাবা কিন্তু তবুও বুঝতে চান না। না বোঝার ভাণ করেন যেন ঃ কেন ?

—তোমার মেয়ে মনিময়কে ভালবাসতে শুরু করেছে—

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ—

—কে বললে ?

—আমরা মেয়ের জাত। সব বুঝি। আমাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে এমন কেউ আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে জন্ম নেয় নি—

—তবে ত বেশ ভাবিয়ে তুলল।

—ভাবনার বিশেষ কিছু নেই—মেয়ের বিয়ে দিয়ে দাও।

—মনিময়কে আমি ভাল ছেলে বলে জানতাম ওর পেটে পেটে এত—আজই ওকে তাড়াব—

—এখন থাক পরীক্ষাটা আগে চুকে বুকে যাক—তারপর না হয়—তা ছাড়া ছেলেটা পড়ায় ভাল।

অনুপমা বসে বসে ভাবছিল।

তারপর মা এসে অনুপমাকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন ঃ এসব তুই কি শুরু করেছিস—তুই বড় হয়েছিস, বুঝতে শিখেছিস—

—বামুনের মেয়ে কায়েতের ছেলের সঙ্গে প্রেম করছেন। ওসব প্রেম ট্রেম আমার বাড়ীতে চলবে না—আর তোমাকে বলি

অনুর মা আমার বাড়ীতে এসব কি বেলেল্লাপনা শুরু হয়েছে? বাবার স্বর সপ্তমে বাঁধা।

চমকে উঠল অনুপমা: বেলেল্লাপনা? আর কোন কথা বলতে পারল না অনুপমা। মাথা নীচু করে নখ দিয়ে টেবি-লের কোণা খুঁটতে লাগল।

বাবা যেন ক্ষেপে গেলেন এবার: কি বললি—অনুপমার চুলের মুঠি টেনে ধরেছেন—

কেমন হকচকিয়ে গেলেন মা। শেষ পর্যন্ত বাবার ব্যবহারে অবাক হয়ে বললেন শুধু: একি করছ—মেয়েটাকে মারবে নাকি?

হাত ছাড়িয়ে সরে দাঁড়ালেন বাবা। চোখ জ্বলছে—হায়নার মত চোখ দু'টো জ্বলছে বাবার।

যন্ত্রণায় অনুপমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। প্রতিবাদের ভাষা যেন নেই কিছু। অস্ফুট আর্তনাদ করল শুধু। চোখের জল বাধা নিষেধের পাঁচিল টপকে চোখ বেয়ে গাল বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল।

আরও অনেক কিছু ভাবত অনুপমা। মন মন্থনে নিজের মনকে আরও ক্ষত বিক্ষত করতে পারত—

—এই যে অনুদি দেয়ালের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছ বলত? এদের সঙ্গে গল্প টল্প কর—

তাপসীর ডাকাডাকিতে ফেলে আসা জীবনকে সরিয়ে রাখল

অনুপমা। বলল ঃ ও। হাসতে চেষ্টা করে অনুপমা ঃ ভাবছি না দেখছি—তোরা কি রকম সুখে আছিস তাই দেখছিলাম— আনন্দের অতিশয্যে অনুপমা তুই বলতে শুরু করে দেয়। এবার ঘরের আর সবায়ের ওপর দিয়ে নজরটাকে ঘুরিয়ে আনে। এতক্ষণ খেয়ালই ছিল না যে ঘরে আরও দু'চারজন আছে। আবার তাপসীর চোখে চোখ রাখল। ততক্ষণে অপ্রস্তুতের ভাবটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে অনুপমা।

—এস এদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—ইনি হচ্ছেন শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় লেখক আর জার্ণালিস্ট অর্থাৎ খবরের কাগজে কাজ করেন।

ভদ্রলোকের দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল অনুপমা। কোথায় যেন দেখেছে—খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছে অথচ— তাপসী তখনও বলে চলেছে ঃ আর ইনি হচ্ছেন অনুপমা চক্রবর্তী আমাদের স্কুলের সিনিয়ার টিচার আর আমার অনুদি। এরপরে আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছে কেউ তাপসীর মাসতুত বোন, কেউ আবার বোনঝি, দু'চার জন বন্ধুও যে নেই এমন নয়। সবাই এসে জড় হয়েছে বিবাহ বার্ষিকী মধুময় করে তুলতে।

এতক্ষণে অনুপমার মনে পড়েছে। চিনতে পেরেছে ভদ্রলোককে—সেই যে ট্রামে বসতে দিয়েছিল যে অনুপমাকে।

অনুপমার কেন জানি ভাল লেগেছিল ভদ্রলোককে। অনুপমা তখনও দেখল ভদ্রলোক তাকিয়ে আছে তার দিকে। আর হাসছে। অপ্রস্তুত ভাবে হাত দু'টো জোড় করে অনুপমা বললঃ নমস্কার—

—নমস্কার। ভদ্রলোক তেমনি হাসছে তখনও।

এরপরে সবাই মিলে সেদিনের রাতকে মধুময় করে তুলেছিল। এদের সাহচর্যে মুগ্ধ হয়েছিল তাপসী।

আর মুগ্ধ হয়েছিল অনুপমা। এমন একটা রাত—যে রাতে প্রেমিক দম্পতি ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যাবার স্বপ্ন দেখছিল।

আর ঘনিষ্টভাবে পরিচিত হল শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শঙ্কর গঙ্গোপাধ্যায় লেখক আর জার্ণালিস্ট।

অনুপমার মনের তারে কি সুর উঠেছিল? কোনগানের সুর?

তারপর বিদায় নেবার পালা। সবাই একে একে চলে যাচ্ছে সুখী দম্পতিকে আগামী দিনের জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাবার সাহস আর ভরসা দিয়ে। আর প্রেমিক দম্পতি সবাইকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে।

শঙ্কর বলল : কোনদিকে যাবেন ?

তাপসী বলল : বেশ রাত হয়েছে দাদা, অনুদিকে একটু পৌঁছে দিও ত—

—আচ্ছা।

একে একে সবাই বেরুতে লাগল। তারপর যে যার পথের দিকে চলে গেল। মিলিয়ে গেল অন্ধকার সীমানায়।

সবার শেষে বেরুল শঙ্কর আর অনুপমা। সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল ওরা স্বামী-স্ত্রী।

আবার সেই নোংরা গলি। নোংরা আবর্জনার পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল শঙ্কর আর অনুপমা। কারও মুখে কোন কথা নেই। বড় রাস্তায় না নামলে কেউ বুঝি মুখ খুলবে না।

কি করে যেন এক ঝলক বাতাস গলিতে ঢুকে বেরুবার আর পথ না পেয়ে তচ্‌নচ্‌ করে চারদিক। চারদিকের আবর্জনা ছিটিয়ে ময়লা কাগজ এদিক ওদিক উড়িয়ে নিয়ে যায়। মূহুর্তে গলিটা একটা নরকে রূপান্তরিত হয়। আর গ্যাস বাতিটা দপ্‌ দপ্‌ করতে থাকে। একটা ভৌতিক পরিবেশ সূচনা করে যেন।

গা গুলোতে থাকে অনুপমার। কোন রকমে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে এগোতে থাকে। এক সময় অনুপমা বলে : তাড়াতাড়ি পা চালান দেখি—

বড় রাস্তায় নেমে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়ল অনুপমা। আঃ—এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এতক্ষণ ওঁৎ পেতে ছিল অনুপমারই অপেক্ষায়। এবার ছোট ছেলের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন। জুড়িয়ে গেল অনুপমার সারা শরীর। নারকীয় দৃশ্যটা ততক্ষণে মুছে গেছে মন থেকে। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আবার যেন অনাবিল হাসিতে ভরিয়ে তুলতে পেরেছে অনুপমাকে। এবার অনুপমা হাসতে হাসতে বলেঃ কি কোন কথা বলছেন না যে?

—না মানে—আমতা আমতা করে অন্যমস্কতা কাটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে শঙ্কর।

এটা বুঝতে পেরে অনুপমা বলেঃ অন্য কিছু ভাবছিলেন বুঝি? এবার স্পষ্ট করে তাকায় শঙ্করের দিকে।

ওরা ততক্ষণে চলতে চলতে আলোর কাছাকাছি এসে পড়েছিল।

না কোন ভাবান্তর ধরা পড়ে না শঙ্করের চোখে মুখে। তবুও—কি ভাবছিল শঙ্কর? অনুপমাকে?

শঙ্কর নিজেকে ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। বলেঃ চলুন ডিপো পর্যন্ত যাওয়া যাক হেঁটে—বেশ লাগছে কিন্তু! তারপর না হয় ট্রাম ধরা যাবে কি বলুন? এবার সোজাসুজি শঙ্কর তাকিয়েছিল অনুপমার মুখের দিকে।

—বেশ ত! ছোট্ট করে উত্তর দিয়েছিল অনুপমা।

হুস্ করে একটা বাস চলে গেল পাশ দিয়ে। কাঁপিয়ে দিয়ে গেল রাতের নিস্তব্ধতাকে। তারপর গেল ট্রাম। অকারণে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে। একে একে অনেকে পাশ কাটিয়ে যেতে লাগল। একটা রিক্‌সা গেল ঠুং ঠুং করতে করতে। সোয়ারীর বিশেষ তাগিদ সত্ত্বেও রিক্‌সাওয়ালা বেশী জোরে ছুটতে পারছে না। রিক্‌সাওয়ালা বুড়ো তাই। অথবা সকালে যা রোজগার করেছে রিক্‌সার জমা দেবার পরেও আর বিশেষ কিছু ছিল না। খাওয়াই হয়নি হয়ত। পুলিশটা এদিক থেকে ওদিকে চলে গেল বুটের আওয়াজের জোর দেখাতে দেখাতে। আর কুকুরটা চ্যাঁচিয়ে এক সময় থেমে গেল। হয়ত কারও গর্বোদ্ধত পদক্ষেপ সহ্য করতে চায় না তাই—

এতক্ষণে মুখ খুলল অনুপমা: ট্রাম বোধহয় আর পাওয়া যাবে না? রাত ত অনেক হয়েছে—কি রকম নিরাশ লাগল অনুপমার গলার স্বর।

হাত ঘড়িটার দিকে তাকাল শঙ্কর: হ্যাঁ, দশটা বেজে গেছে—তা হলে কি করবেন ডিপোর দিকে এগুবেন না—থেমে যায় শঙ্কর। বাকীটা অনুপমার মুখ থেকে শুনতে চায়।

—তা হলেও চলুন, দেখাই যাক না ট্রাম পাওয়া যায় কিনা?

—বেশ তাই চলুন—

মিনিট দশেকের মধ্যে ওরা ডিপোতে এসে হাজির হল। আপে যাবার জন্য তখন কোন ট্রাম আর তৈরী নেই। তবে এটুকু আর কারও বুঝতে বাকী রইল না যে লাস্ট ট্রাম চলে গেছে। ডাউনের দু'চারটে এখনও ডিপোতে রাতের মত বিশ্রামের আশায় এসে জড় হচ্ছে।

তারপর একটা চলন্ত ট্যাক্সি ডেকে দু'জনে উঠে পড়ল।

ট্যাক্সিওয়ালা জিগ্যেস করেছিল: কাঁহা চলেগা সাহাব? গ্রাণ্ড? ফিরপো? ট্যাক্সিওয়ালার ধারণা একটু বেশী রাতে ট্যাক্সিতে চড়লে ওই সব জায়গাতে যেতে হয়। আর সঙ্গে যদি মেয়ে ছেলে থাকে তবে ত কথাই নেই—এই রকম সোয়ারী চড়াতে পারলে মিটার ছাড়া আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়—

—নেহি। শঙ্কর অনুপমার দিকে তাকিয়েছিল। ও ত আর জানে না কোথায় অনুপমার বাসা।

কাউকে আর কোন কথা বলতে না দেখে পাঞ্জাবী ড্রাইভার নিজেকে চালাক প্রমাণ করার জন্য বলতে লাগল: তব টেম্পলবার—ক্যাসানোভা?

ড্রাইভারের অভিপ্রায়ে আরক্ত হয়ে উঠল অনুপমা।

আর চমকে উঠেছিল শঙ্কর। অনুপমা কি ভাবছে ড্রাইভারের এই সব কথায়? ভাবল শঙ্কর। তারপর কিছুই হয়নি

এই রকম ভাব দেখিয়ে গলায় রাগ ঢেলে বলেছিল : নেহি—

—তব ? ড্রাইভার ভুল বুঝতে পেরেছিল এতক্ষণে। ভীত গলায় আবার জিগ্যেস করল : তব ?

—ইণ্টালী—অনুপমা শেষ পর্যন্ত বলেছিল।

—বহুত আচ্ছা। গীয়ার চেঞ্জ করে ষ্টিয়ারিংএ হাত রাখল ড্রাইভার।

কৃষ্ণপক্ষের রাত। চাঁদ নাই আকাশে। তারাগুলো খালি জ্বলছে। আর মনে হচ্ছে কালো ওড়নার গায়ে জড়ির চুমকি যেন। চমকাচ্ছে মাঝে মাঝে।

গাড়ীতে আর কোন কথা হল না। লজ্জার পাহাড় যেন দু'জনের মুখেই চাপিয়ে দিয়েছে কেউ।

গাড়ীটা তখনও বোর্ডিংয়ের দরজায় এসে লাগেনি। অনুপমা বলেছিল, বলতে চেষ্টা করেছিল যেন : এদিকে কোনদিন এলে দেখা অবশ্য পাব। যদি আবার আপনার কোন অসুবিধা না থাকে—

—না না সেকি—বিনয়ে গলে যেতে চাইল শঙ্কর।

তারপর আর কোন কথাই হয়নি। অনুপমাকে নামিয়ে দিয়ে গাড়ীটা ছেড়ে দিল এক সময়। অনুপমা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ট্যাক্সিটা মিলিয়ে গেছল মোড়ের মাথায় যেখানে অন্ধকারটা ভালুকের থাবা নিয়ে প্রতীক্ষা করছে।

চার

দুপুরটা কোথা থেকে যেন বেয়াড়া রকমের বিস্তৃতি পেয়েছে। আসছে ত আসছেই—কোথাও যেন এর শেষ নেই। থামা নেই কোনখানে।

নাওয়া খাওয়া সেরে বিছানায় শরীরটা এলিয়ে দিয়েছে অনুপমা। কোন কিছুই ভাল লাগছে না। শরীরটা অবসন্ন। অবসাদ দেহের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। আজ ছুটির দিন ইচ্ছে ছিল খাতাগুলো দেখা শেষ করবে—কিন্তু তা হল কই?

মেঘেদের সিঁড়ি বেয়ে সূর্য তখন আকাশের মাঝামাঝি। রোদ—রোদের আগুনে পুরে যাচ্ছে সব কিছু। রাস্তার পিচ ফুলে ফেপে উঠছে কুষ্ঠ রোগীর ঘায়ের মতন। চিলগুলো কিন্তু এই রোদের ভেতরেও আকাশের গায়ে বৃত্তাকারে ঘুরপাক খাচ্ছে। রাস্তায় থামিয়ে রাখা মটর গাড়ীর ছায়ায় কুকুরগুলো লম্বা হয়ে শুয়ে আছে।

অনুপমাকে এভাবে শুয়ে থাকতে দেখে জয়ন্তী আর মণীষা বিরক্ত করে গেছে।

জয়ন্তী বলেছিল ঃ কি শুয়ে আছ যে বড় ?

—না এমনি—

—চল না একটা সিনেমা দেখে আসি। লাইট হাউসে একটা ভাল বই দেখাচ্ছে।

—তাই নাকি ? তা হলে ত ভালই হয় এখন যদি অনুপমা মত করে—থেমে গেল মণীষা।

—হ্যাঁ, এমন ছুটি ত আর রোজ রোজ পাওয়া যাবে না—

—তা ত ঠিকই—

কথাগুলো কিন্তু জয়ন্তী আর মণীষা বলাবলি করতে লাগল।

হ্যাঁ, কি না কিছুই বলে না অনুপমা। কোন কথাই যেন ভাল লাগছে না অনুপমার। একা—খালি একা থাকতে চায়। এই একাকিত্বের মাঝে কেউ এসে বিরক্ত করুক, এটা চায় না অনুপমা। শেষকালে বলতে বাধ্য হয় ঃ আজ আমাকে একটু একা থাকতে দাও তোমরা—

ওরা দুজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। কি ব্যাপার ? কোন কিছুই বুঝতে পারে না।

অনুপমা আবার বলেছিল ঃ আজ আমায় ক্ষমা কর তোমরা, তোমাদের সঙ্গে সিনেমায় যেতে পারলাম না এজন্য দুঃখিত—

এরপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনুপমার কথা শোনার মত উৎসাহ এবং ধৈর্য কোনটাই ছিল না ওদের। অনুপমার ঘর থেকে পায়ে পায়ে বেরিয়ে গেল একসময়।

তারপর দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামল।

কৃষ্ণচূড়া গাছে লেগেছে বসন্তের যাদুস্পর্শ। তাই ত এত সমারোহ—ঋতুর এত আয়োজন। লাল ফুলে ছেয়ে গেছে সারাটা গাছ। আর তারই আভা বুঝি লেগেছে আকাশের পশ্চিম কোণায়। তাই আকাশও বুঝি লাল।

বিছানা থেকে উঠে অনুপমা এগিয়ে এল জানলার কাছে। তারপর তাকিয়ে থাকল আকাশের দিকে।

রঙ ফিরছে আকাশের। রঙ ফিরছে পৃথিবীর। ক্রমে ছায়া জমছে আকাশে রোগীর ফ্যাকাশে মুখের মত। রাত্রির আসন্ন আগমনী বেজে উঠছে ঘড়ির নিষ্প্রান কাঁটায়। ঘর মুখো পাখীর ডানার প্রাণচঞ্চলতা বায়ুমণ্ডলকে আঘাত করছে ক্রমাগত এবং ক্রমেই দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। কার্নিশে কার্নিশে গোলা

পায়রা আসন্ন রাত্রিবাসর জল্পনায় মুখর। আর নীচে রাস্তায় ব্যস্ত পথিকের নির্দিষ্ট পথে উৎকণ্ঠার পুনরাবৃত্তি। মই কাঁধে বাতিওয়ালা গ্যাসবাতি জ্বেলে জ্বেলে রাতের আয়ুকে জাগাবার তাগিদে ব্যস্ত।

অনুপমা হয়ত আরও অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকত জানলা দিয়ে সুদূর প্রসারী দৃষ্টি নিয়ে। আর উপভোগ করত আঁধারের রূপ। ভাবত আকাশ পাতাল। আবোল তাবোল।

ঝিটা এল সেই সময়। সুইচ টিপে ঘর ভাসিয়ে দিল আলোর বন্যায়। অনুপমাকে জানলার কাছে অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল : ও দিদিমণি আপনি এখানে? আমি জানি আপনি জয়ন্তী দিদিমণিদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছেন। আপনি হাতমুখ ধুয়ে নিন আমি চা ও খাবার নিয়ে আসছি।

ঢং।

গীর্জার পেটা ঘড়ি একটা ঘণ্টা ঘোষণা করে থেমে গেল।

তারপর একে একে আসে পাশের বাড়ীগুলো থেকে একটা করে ঘণ্টা বাজিয়ে ঘড়িগুলো থেমে যেতে লাগল।

কটা বাজল কে জানে?

সাড়ে বারটা? না একটা? আবার দেড়টাও ত হতে পারে কিন্তু অনুপমা কিছুই বুঝতে পারে না। কটা বাজল কে জানে?— ঘন দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকল আকাশের দিকে।

ঘুম? ঘুম নেই দু'চোখে। কিছুতেই ঘুম যেন আসবে না আজ। অনুপমা সরে এল জানলা থেকে। তারপর খিল খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল। পায়চারী করল কিছুক্ষণ। তবুও কিছু ভাল লাগছে না। এ পোড়া চোখে ঘুম যেন নেই আজ। অন্য সব ঘরের আলো নিভে গেছে অনেকক্ষণ। ঘুম সমুদ্রে ডুবে গেছে সবাই। এবার অনুপমা ইজি চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিল। আর তাকিয়ে থাকল আকাশের দিকে ঘুম না আসা চোখে।

আকাশে একাদশীর বাঁকা চাঁদ অনুপমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। আর রয়েছে অজস্র তারা—বরফের কুচির মত চারিদিকে ছিটিয়ে ছড়িয়ে। তারারা ইসারা করছে। অনুপমা বুঝতে পারে তারারা বলছে: আজ আর ঘুমিও না—এস খেলা করে রাতটা কাটাই। আকাশ গলে পড়ছে শিশিরে। আর মাঝে মাঝে দুষ্টু বাতাস এসে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে অনুপমাকে। তবু কেন জানি ভয় করছে অনুপমার। একটা বিরাট শূণ্যতা

ক্রমে ক্রমে গ্রাস করছে যেন অনুপমাকে। তাই—তাই বুঝি এত ভয়।

কিন্তু কেন ভয় করবে অনুপমা? যতক্ষণ আকাশে আছে এত তারা, আর পৃথিবীতে আছে আলোর গান।

কি যেন হাতড়াতে লাগল অনুপমা মনের গভীরে?

মনিময়কে? মনিময় ত ক্যানভাসার—

না শঙ্করকে? শঙ্কর লেখক—শঙ্কর জার্ণালিস্ট।

তাপসীকে মনে পড়ল অনুপমার। ওদের দু'টিকে মানিয়েছে বেশ! এরকম সচরাচর চোখে পড়ে না। আর মনে হল তাপসীর কথাগুলো: বেশ রাত হল দাদা অনুদিকে পৌঁছে দিও ত?

মনে মনে হাসল অনুপমা।

হাতে কাজ ছিল না। তাই উদ্দেশ্যহীন ভাবে কলেজ ষ্ট্রীটের হকার্স কর্ণারের আস পাশ দিয়ে ঘোরা ফেরা করছিল। ইচ্ছে আছে যদি পছন্দ মত পায় তবে কিছু ছিট কাপড় কেনে অনুপমা।

--আরে আপনি দেখছি এখানে—

চোখ তুলল অনুপমা। দেখল তার দকে তাকিয়ে শঙ্কর হাসছে।

—ছিট কাপড় কিনছেন বুঝি ?

—না ঠিক কিনছিনা তবে—

—তবে যদি পছন্দ হয় ত কিনি কেমন ? অনুপমার অসমাপ্ত কথা যেন শেষ করল শঙ্কর।

—হ্যাঁ, এর ভেতরে একটা পছন্দ করুন দেখি—

--না না পছন্দ টছন্দ আবার আমার ধাতে সয়না।

—আজকে কি কাগজের অপিস ছুটি নাকি ?

—না মানে—এখানে একটু কাজ ছিল কিনা তাই—

কাপড়ওয়ালার দাম মিটিয়ে দিতে দিতে অনুপমা বলল : তারপর কোনদিকে ?

—আপাততঃ কলেজ ষ্ট্রীটেই। চলুন না একটু চা খাওয়া যাক, কেমন ?

—বেশ চলুন—

খানিক আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে বুঝি। রাস্তায় কোথাও কোথাও এখনও জল দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাই রাস্তার কাদাজল বাঁচিয়ে ওরা দু'জনে এগুতে লাগল।

শরতের লঘু মেঘ বকের সারির মত ভেসে চলেছে

অনির্দিষ্টের যাত্রায়। আকাশ গাঙে সাদা সাদা পাল তুলে আর সাত রঙের ঘোড়ায় চেপে লাল সূর্যও পশ্চিম সীমান্ত অভিযানে বেরিয়েছে। তাই বুঝি আকাশে এত আলো। সোনালী আলো। মুঠো মুঠো সোনারগুঁড়ো কেউ ছড়িয়েছে বুঝি নীল আকাশের গায়ে।

আকাশের গায়ে লেগে থাকা আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে পৃথিবীতে। আর খানিকটা ছিটকে এসে লেগেছে অনুপমার চোখে মুখে। তাই বুঝি অনুপমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে—তাই বুঝি—

—চলুন কফি হাউসে

তারপর ওরা দু'জনে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে এল। কোণার দিকে একটা জায়গা বেছে নিয়ে দু'জনে মুখোমুখি বসল।

ওয়েটার ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কি খাবেন?

ওয়েটার অনুপমা আর শঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। এখুনি হয়ত খাবারের অর্ডার পাওয়া যাবে।

—বলুন কি খাবেন? শঙ্কর তাগাদা দিল আবার।

—আপনি বলুন?

ওদের দু'জনের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে দেখে ওয়েটার

কাউণ্টারের দিকে চলে গেল। তারপর 'মেনু' নিয়ে আবার ফিরে এল : ই দেখ্‌ কর আভি অর্ডার দিজিয়ে—

'মেনুটা' উলটে পালটে শঙ্কর বলল : দো ডবল অমলেট আউর দো হট্ কফি—

দেখতে দেখতে সমস্ত হল ঘরটা ভরে উঠল। চারদিকের অস্পষ্ট গুঞ্জন আর ডিসটেম্পার করা দেয়ালের রঙের অস্পষ্ট মিষ্টি গন্ধ। সব মিলিয়ে বেশ লাগল অনুপমার।

নিস্তব্ধতা ভাঙল শঙ্কর : আবার দেখা হল কি বলুন ?

—হ্যাঁ, হাসল অনুপমা।

চামচে দিয়ে অমলেট ভেঙে মুখে দিতে দিতে শঙ্কর বলল : যদি মনে কিছু না করেন ত একটা কথা বলি—

—বলুন। অমলেট চিবুতে চিবুতে অনুপমা বলল : অত বিনয়ের কি দরকার বলুন ?

—না না এই—একটু—আমতা আমতা করল শঙ্কর। তারপর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল আমাকে একটু তাড়াতাড়ি উঠতে হবে কিনা তাই—

—ও। কফিতে দুধ মেশাতে মেশাতে অনুপমা বলল। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আসে পাশের চীৎকার কলগুঞ্জনের রূপ নিচ্ছে। আর সিগারেট ধরাবার একঘেয়ে ফ্যাসফ্যাসে আওয়াজ।

কি ভাবছে অনুপমা ?

পাশের টেবিলে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে চুপিচুপি কি সব কথাবার্তা বলছে। ওরা কি প্রেমালাপ করছে ? না ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখছে।

সত্যি কি ভাবছে অনুপমা ?

অনুপমা শঙ্করের সাক্ষাৎ কামনা করেছিল ? তবে ?

তবে কেন মূক অনুপমা ? কথায় কথায় বিপর্যস্ত করছে না কেন শঙ্করকে ?

কফির পেয়ালায় শেষ চুমুকটুকু দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল শঙ্কর। উপরের দিকে রিং ছাড়তে ছাড়তে বলল : কি চুপচাপ যে ? আপনার কথা কি সব শেষ হয়ে গেছে ?

শঙ্করের চোখে চোখ রাখল অনুপমা। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল : না এমনি—কথা কি কখনও শেষ করা যায় ? না কথার শেষ আছে ?

আবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল শঙ্কর : ইস্ কত দেরী হয়ে গেল বলুন ত ?

বিল নিয়ে ওয়েটার হাজির হল এক সময়।

বিলের পয়সা মিটিয়ে দিয়ে এবং ওয়েটারকে খুশী করার জন্য এক আনা টিপ্‌স দিয়ে উঠে দাঁড়াল শঙ্কর। তারপর

অনুপমাকে বলল আবার : চলুন কলেজ ষ্ট্রীট পর্যন্ত। আপনাকে ট্রামে চড়িয়ে দিই।

—না থাক। মিছিমিছি ব্যস্ত হবেন না—আপনি বরং কোথায় এনগেজমেণ্ট আছে সেখানে যান। আমার জন্য কোন চিন্তা নেই—

রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক কিছু ভাবছিল অনুপমা। বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলার ঘটনা—কফি হাউসের কথা। শঙ্করের কথা—পাশের টেবিলে বসা যুবক যুবতীর কথা—

তবুও—তবুও কেন জানি ভাল লাগে শঙ্করকে। শঙ্করের কথা ভাবতে আর ওর হাসি হাসি মুখ দু'চোখের সামনে মেলে ধরে দিনের পর দিন কাটিয়ে দিতে—

শঙ্কর কি ভালবেসেছে অনুপমাকে ?

আর অনুপমা সেও কি ভালবাসে শঙ্করকে ?

অনুপমা ভেবে চলে অনেক কিছু। আকাশ পাতাল।

আবোল তাবোল। তবু যেন থামতে চায় না। থামতে পারেনা অনুপমা। আর হয়ত ঘর বাঁধার স্বপ্নও দেখছিল।

তারাভরা আকাশকে শীয়রে বসিয়ে, একাদশীর বাঁকা চাঁদকে প্রহরী রেখে ভেবে চলে অনুপমা। .এ ভাবনার যেন শেষ নেই—আসছে ত আসছেই—

পাঁচ

স্কুলের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে—

আর খাটুনী বেরেছে অনুপমার আর অন্য সব সিনিয়ার টিচারদের। যে যা পড়ায় তার ওপর ভার পড়েছে সেই বই বাছার। হেডমিষ্ট্রেস মিস্ তালুকদার এই রকম হুকুম দিয়েছেন।

মেয়েরা এসেছে স্কুলে তাদের নম্বর জানতে। অনুপমাকে সবাই ঘিরে ধরেছে: আমরা কত নম্বর পেয়েছি দিদিমণি? সবাই নম্বর জানতে চায়।

অনুপমা বলে: দাঁড়া অত ব্যস্ত হলে কি চলে? তবে এটুকু বলতে পারি—তোরা কেউই ফেল করিসনি আমার পেপারে—অনুপমা হয়ত আরও গল্প করত মেয়েদের সঙ্গে—

মিস্ তালুকদার ডেকে পাঠালেন অনুপমাকে: এই যে মিস্ চক্রবর্তী আপনাকে খুঁজছিলাম—

—কেন?

—এই ভদ্রলোক এসেছেন কতগুলো বই নিয়ে—ইনি ইউনাটেড্ পাবলিসারসের লোক, দেখুন দেখি বই চলবে কিনা? ওঁদের বই ত গত বছর বুঝি কয়েকখানা সিলেক্ট হয়েছিল—

—হ্যাঁ। এবার অনুপমা তাকাল ভদ্রলোকের দিকে। মনিময়কে চিনতে একটুও কষ্ট হলনা। মনিময় ক্যানভাসার? কাঁধের থলিটাতে বুঝি আরও বই আছে? মনিদা—মনিদা তুমি ক্যানভাসার। একি হল? চোখ মুখ কুঁচকে এল অনুপমার। কান্না পেল। এতদিনের জমাটবাঁধা অভিমান গলে পড়তে চাইল। তোমার কি আর কিছুই জুটল না? বই তুলে নিতে নিতে অনুপমা আবার তাকাল মনিময়ের দিকে।

মনিময় তখনও জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে।

মিস্ তালুকদার বললেন: আপনি বরং দু'এক সপ্তাহ বাদে এসে খবর নিয়ে যাবেন।

—আচ্ছা। হাত জোর করে উঠে গেল মনিময়। একবার ফিরেও তাকাল না অনুপমার দিকে।

অনুপমাও পেছন পেছন উঠে এসেছিল। করিডোর দিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গেল। যদি একবার ফিরে তাকায় মনিময়—

না। মনিময় তাকাল না। দেখল না মুখ ফিরিয়ে যে অনুপমা তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির বাঁকে। সোজা নেমে যেতে লাগল—একটু পরেই যে মনিময় মিলিয়ে যাবে—হারিয়ে যাবে চোখের বাইরে তবু—তবু অনুপমা দাঁড়িয়ে থাকল সেখানে। অনেকক্ষণ—

না আর কান্না নয়—

অভিমান—পুঞ্জিভূত অভিমান ক্রোধের রূপ নেয়।

অবহেলা—অভিমান—ক্রোধ—

যাক অনুপমা পথ খুঁজে পেয়েছে। আর কোন দুঃখ নেই। করুক মনিময় অপমান—এর প্রতিশোধ নিতে অনুপমা জানে।

মনিময় অনুপমার কে?

কেউ না—কেউ না। মনিময়কে চেনেনা অনুপমা। চিনত না কোন দিন। জীবনের পাতা থেকে মনিময়ের নাম মুছে গেছে। মুছে ফেলেছে জোর করে।

শঙ্কর—শঙ্করকে চেনে অনুপমা। শঙ্করকে জানে অনুপমা। শঙ্কর জার্ণালিস্ট। শঙ্কর সাহিত্যিক। মানুষের ভাল মন্দের বিচারের ভার শঙ্করের কলমে। এই কলমের জোরে কাঁপিয়ে তুলতে পারে জাতীয় সরকারকে। ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে জনসাধারণকে সরকারের বিরুদ্ধে—আবার সরকারের যশঃ

গাঁথায় ভরিয়ে তুলতে পারে দেশের আকাশ বাতাস। কাঁপিয়ে তুলতে পারে স্বর্গ, মর্ত, পৃথিবী—

আর মনিময় ?

বইয়ের ক্যানভাসার—ষ্টীলের ফ্রেমের মত ক্রমেই মুখটা শক্ত হয়ে আসে অনুপমার। সামান্য ক্যানভাসারের এত অহংকার ? বেশ হয়েছে—এই তোমার উপযুক্ত—অসহ্য ঘৃণায় মুখটা কুঁচকে ওঠে অনুপমার—

তারপর এমন কোন ঘটনা ঘটেনি যা মনে রাখার মতন।

তবে সপ্তাহ দু'এক বাদে মনিময় এসেছিল বই এর কথা জানতে কিন্তু অনুপমা স্কুলে ছিল না। খানিক আগে অনুপমা চলে গেছিল। আর সেই ফাঁকে মনিময় এসেছিল : কি হল আমাদের বই ? কথাটা বলেছিল মিস্ তালুকদারকে লক্ষ্য করেই।

মিস্ তালুকদার তখন কি যেন একটা চিঠি লিখতে ব্যস্ত

ছিলেন। লেখা থামিয়ে মনিময়ের দিকে তাকালেন একবার তারপর বললেন: না হল না—

—বইগুলো চলল না? একখানাও না?

—সিনিয়ার টিচাররা যা নোটস দিয়েছে তাতে করে এই বই রাখা চলে না।

অটুট আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরল যেন: ভূগোল খানাও না? তা ছাড়া—কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল মনিময়। প্রথম দিন স্কুলে এসে অনুপমাকে আবিষ্কার করল স্কুল টিচার হিসাবে। আশার আলো জ্বলে উঠল দু'চোখে। কতদিন অনুপমাকে খুজে বেরিয়েছে—কিন্তু কোথায় অনুপমা? অনুপমাকে খুঁজে পায়নি কোথাও। আচ্ছা অনুপমা কি ভুলে গেছে তাঁর মাষ্টার মশাইকে—তার মনিদাকে? এখানে নিশ্চয় কিছু একটা হবে। কত স্কুল থেকে ফিরে এসেছে—কেউ বই সিলেক্ট করেনি। সেই একই পুনরাবৃত্তি ঘটল এখানেও? অনুপমাও ভুল বুজল? অনুপমাও ভুলে গেল তার মনিদাকে। যাক আর কোন দুঃখ নেই—একটা একটা করে পরিচিতির দুয়ার বন্ধ হতে লাগল। তা হোক—তবু যে পথ বেছে নিয়েছে সে পথেই এগিয়ে যাবে মনিময়—যদিও ভুল বুঝবে অনেকে—তবুও এপথ থেকে কিছুতেই পিছু হটতে পারবে না

মনিময়—কখনও না—। উঠে দাঁড়াল মনিময়। তুলে নিল ভারী থলেটা কাঁধের ওপর। এগিয়ে গেল চৌকাঠ পর্যন্ত—

মিস্ তালুকদার ডাকলেন : শুনুন—

ফিরে তাকাল মনিময়। তারপর চশমার ফাঁক দিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ তুলে বলল : কিছু বলছেন ?

—আপনাদের বইগুলো—

—না থাক। ওগুলো রেখে দিন। আর দাঁড়াল না। অদৃশ্য হয়ে গেল করিডোরের বাঁকে।

ক্লাস শেষ করে ঝিকে এক গ্লাশ জলের কথা বলে অনুপমা লাইব্রেরী ঘরে এসে বসল। পরপর দুটো পিরিয়েড অফ। তা ছাড়া বাইরেও কোন দরকার নেই এখন। আজকের কাগজটা টেনে নিল এক সময়। আর একজন যে এসে তারই জন্য বসে আছে সে খবর জানেনা অনুপমা। কাগজটা টানার সময় দেখে ফেলল শঙ্করকে। তারপর বলল : আরে আপনি—কতক্ষন বসে আছেন ?

শঙ্কর এতক্ষণ কোন একটা মাসিকের পাতা উলটে যাচ্ছিল। অনুপমাকে দেখতেই পায়নি বুঝি! এবার অনুপমার কথায় বইটাকে মুড়ে রেখে বলল: তা প্রায় আধঘণ্টা হবে। স্কুলে ঢুকে খোঁজ করলাম আপনার। তারপর স্লিপ দিতে অপিস ঘরে আমায় নিয়ে গেল। সেখানে আবার মিনিট পাঁচেক জবাবদিহি করার পর এখানে আসতে পেরেছি। সে সব কি প্রশ্ন: অনুপমা চক্রবর্তী আপনার কে হয়? তার সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয়? তার সঙ্গে আপনার কি দরকার? আপনি কোথায় থাকেন? বাবা: কত ঝামেলা—

হাসল অনুপমা দু' গালে টোল ফেলে: এটা যে মেয়েদের স্কুল সে খেয়াল আছে?

শঙ্কর হেসে উঠল: ভুলেই গেছলাম একেবারে—

—তারপর কি মনে করে? এবার সোজাসুজি জানতে চাইল অনুপমা।

—না মানে—এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম কিনা তাই ভাবলাম একবার দেখা করেই যাই; তা ছাড়া অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ হয়নি—কথাটা যেন ইচ্ছে করেই শেষ করল না শঙ্কর।

—এতক্ষণে বুঝলাম। হাসছে অনুপমা।

তারপর কোথা দিয়ে সময় এগিয়ে যেতে লাগল ঢেউয়ে ঢেউয়ে তার খেয়াল কেউ রাখল না। সময়কে কি ঠেকিয়ে

রাখা যায়? যায় না। তবুও শঙ্কর আর অনুপমা বুঝি সময়কে ধরে রাখতে চেয়েছিল কথাবার্তার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তারপর? সময় চলে গেল সবাইকে উপেক্ষা করে।

অনুপমা বলল: এবার উঠি আবার ক্লাস্ আছে।

শঙ্কর বলল: বেশ। কিন্তু একটা কথা যা এখনও বলা হয়নি—

—বলুন। ফিরে দাঁড়াল অনুপমা।

—মেট্রোর দুটো এ্যাডভান্স টিকেট কেটেছি। যদি মনে না করেন ত—

—কবেকার টিকেট?

—পরশুদিনের ইভিনিং শোর—

—বেশ যাব—

একখানা টিকিট দিয়ে শঙ্কর বেরিয়ে গেল।

আর অনুপমা টিকিটখানা ব্যাগে রাখতে রাখতে ক্লাসের দিকে যেতে লাগল।

ছয়

কদিন ধরে দেখা যাচ্ছে অনুপমা বদলে যাচ্ছে। বদলাতে চাচ্ছে নিজেকে। তাই বেশবাসে এসেছে চাকচিক্য আর প্রসাধনে পারিপাট্য। আটপৌড়ে জীবন ভাল লাগে না অনুপমার। ভাল লাগে না পুরানো পদ্ধতিতে বেঁচে থাকতে। নতুন ভাবে বাঁচতে চায় অনুপমা।

রাস্তায় বেরুলে কিছু না কিছু কিনবেই অনুপমা।

সেদিন এসেছিল কলেজ ষ্ট্রীটে। কদিন ধরে আসবে আসবে করছে কিন্তু কিছুতেই সময় করতে পারছে না। কলমটা খারাপ হয়ে গেছে সেটাও সারানো দরকার। কলমটা সারাতে দিয়ে হ্যারিসন রোড আর কলেজ ষ্ট্রীটের জংসনে এসে দাঁড়াল। ট্রাম বা বাস যেটাই পাবে আগে, সেটাতে উঠে পড়বে— অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে অনুপমা। ট্রাম বা বাস কিছুই আসছে না। হাওড়ার দিকে কি কোন গণ্ডগোল হয়েছে? তা না হলে ট্রাম বাসগুলো আটকে আছে কেন? হয়ত হবে—

তারপর এক সময় অনুপমা তাকাল গ্লোব নার্শারির শোকেসের দিকে। কত সুন্দর সুন্দর ফুল সাজিয়ে রেখেছে। দিশী বিদেশী কত রকমের ফুল। সব ফুলের কি অনুপমা নাম জানে ছাই। তবুও কতগুলো ফুল চিনতে পারে অনুপমা। রজনীগন্ধা—রজনীগন্ধা অনুপমার প্রিয়।

রাস্তায় লোক জমছে। ট্রাম বাস যত দেরী করবে লোকও জমবে তত—কখন ট্রাম আসবে কে জানে?

দেরী করুক ট্রাম বাস—যত খুশী লোক জমুক রাস্তায়—

ফুল কিনবে অনুপমা। রজনীগন্ধার ঝাড় কিনবে। তারপর টেবিলের ওপর যে বিরাট ভাসটা রয়েছে—তাতেই সাজিয়ে রাখবে। অনুপমা এগিয়ে গেল গ্লোব নার্শারির দিকে।

—কি ফুল দেব আপনাকে? দোকানী কাউণ্টার ছেড়ে এগিয়ে আসে অনুপমার কাছে।

—রজনীগন্ধার ষ্টিকের দাম কত?

দাম বলল দোকানী।

—আচ্ছা। আমাকে গোটা ছয়েক ষ্টিক দিন।

দাম মিটিয়ে দিয়ে আবার এগিয়ে এল অনুপমা সেই ভীড়ের মধ্যে।

ট্রাম বাস চলাচল শুরু হয়েছে ফের।

আর একটা দিন ।

অনুপমা গেল বড় একটা ষ্টেসনারী দোকানে ।

—কি চাই আপনার ?

—টয়লেটিংএর সব রকম জিনিষ আছে ত আপানাদের ?

—কি কি চাই আপনার ?

—স্নো, ক্রীম, রুজ, নেইল পলিস--

—হ্যাঁ, সবই আছে। বিলেতী দেব না দিশী—

—বিলেতী দিন—

—দাম কিন্তু একটু বেশী পড়বে—

—তা হোক, দিশী পারফিউমাররা কি জিনিষ তৈরী করতে পারে ? আর যা তৈরী করে তা কি ব্যবহার করা যায় ?

দাম লেগেছিল দশ টাকার উপর। তা লাগুক সাজতে হবে অনুপমাকে। নতুন হতে হবে দেহে আর মনে। শঙ্কর আছে, এখন আর কোন ভয় নেই অনুপমার। শঙ্করকে জড়িয়ে আবার উঠবে। ঘর বাঁধবে অনুপমা। ঘর বাঁধার সাজ সরঞ্জাম জোগাড়

করে আনবে শঙ্কর আর তাই দিয়ে সুন্দর ভাবে ঘর সাজাবে অনুপমা। অনুপমা বিহ্বল— ঘর বাঁধার স্বপ্নে বিভোর—

স্কুলে বোর্ডিংয়ে সব জায়গায় অনুপমা। অনুপমাই সবার আলোচ্য বিষয়। অনুপমার কথা আর শঙ্করের কথা সবার মুখে মুখে। মুখ থেকে মুখে, ঠোঁট থেকে ঠোঁটে সেই এক কথা: অনুপমা প্রেমে পড়েছে শঙ্করের—

স্কুলের কমনরুমে ওদের দু'জনকে নিয়ে বেশ একচোট বচসা হয়ে গেল।

জয়ন্তী বলছিল: বুড়ো বয়সে প্রেম—ঘেন্না ধরে গেল—

এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল তরুলতা। কাকে যেন উদ্দেশ্য করে বলল: শঙ্কর গাঙ্গুলী লোকটা কে?

স্থলতা বলল : শঙ্কর গাঙ্গুলী—শঙ্কর গাঙ্গুলী তাপসীর নাকি কে হয় ?

—তাই নাকি ? তরুলতা আবার বলল : তা ত জানতাম না- -

—স্কুলে এত ঘন ঘন আসে, তাপসীর সঙ্গে হেসে কথা বলে আবার জিগ্যেস করে অনুপমার কথা—

— অ্যাঁ এতদূর এগিয়েছে নাকি ? আমি যে এর কিছুই জানি না—

জয়ন্তীকে থামিয়ে দিয়ে করবী বলল কথাগুলো।

—ও তাও জানিস না বুঝি—এই ত সেদিন শঙ্কর না কি বললি নাম, কমনরুমে ঢুকে সোজাসুজি আমায় জিগ্যেস করল : তাপসীকে একটু ডেকে দেবেন ? তারপর তাপসী কি করে খোঁজ পেল জানি না একটু পরেই এসে হাজির। বলল, আরে শঙ্করদা তা কি মনে করে ?

—এই এলাম তোর কাছে—

—সত্যি বলছ আমার কাছে এসেছ ? না অনুদির কাছে এসেছ, বলত সত্যি করে ? হাসতে লাগল তাপসী।

—দূর বোকা মেয়ে—লাল হয়ে উঠল শঙ্করের চোখ মুখ।

শঙ্করের অসহায় অবস্থার দিকে চেয়ে বলল তাপসী : তুমি

একটু বসো শঙ্করদা, অনুদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি সেদিনের গল্প বলে হাসতে লাগল জয়ন্তী।

আর কৌতুক বোধ করল সবাই।

একজন ব্যঙ্গ করে বলে বসল : সত্যি তাপসীর দাদা শঙ্কর না আজকাল যেমন অনেকে দাদা পাতায় সেই রকম সম্পর্ক ?

হাসির রোল উঠল তারপর।

তাপসী বুঝি কোন এক ফাঁকে এসে দাঁড়িয়েছিল ওদের মধ্যে। ওদের কথাবার্তার কদর্য ইঙ্গিতে রেগে উঠেছিল তাপসী। চোখ মুখ লাল করে বলেছিল : তোমরা কি সব শুরু করেছ বলত ? কারও সম্বন্ধে সম্মান রেখে কথা বলতেও জান না ?

ততক্ষণে নিজেদের সামলে নিয়েছে ওরা।

তাপসী তখনও বলে চলেছে : তোমরা শিক্ষয়িত্রী—জ্ঞান বিতরণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছ। আর তোমরাই কিনা আসর জাঁকিয়ে বসে সস্তা রসিকতায় মেতে উঠেছ। ঘেন্না করে না ও রকম কুরুচি মনের পরিচয় দিতে ? আবার তোমরা লেখাপড়া শেখার অহঙ্কার কর ? হাঁপাচ্ছে তাপসী।

সকলেই চুপচাপ। কারও মুখে কোন কথা নেই। সবাই সবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করে।

তাপসী আবার বলল : শুনে রাখ শঙ্কর গাঙ্গুলী আমার মাসতুত দাদা। পাতানো দাদার সম্পর্ক আমাদের নয় বুঝলে---

তারপর তরুলতার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগল : তরুদি বয়সে বড় বলে আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করতাম। কিন্তু আপনিও ওদের সঙ্গে বসে—ছিঃ ছিঃ—সত্যি আপনাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতেও আমি ঘৃণা বোধ করছি—রাগে গরগর করতে করতে তাপসী কমনরুম থেকে বেরিয়ে গেল।

শনিবার।

দেড়টায় স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। কোন জায়গায় দেরী না করে বোর্ডিংয়ে ফিরে এল অনুপমা। তারপর শাড়ী পালটে এক গ্লাস জল খেয়ে গাটা এলিয়ে দিল বিছানায়।

আজকের ইভিনিং শোয়ের তু'খানা টিকিট কেটেছে শঙ্কর। মেট্রোর টিকিট। রিটাহেওয়ার্থের কি একখানা যেন ভাল বই দেখাচ্ছে।

অনুপমা শুয়ে শুয়ে ভাবছে অনেক কথা। শঙ্করের কথা—শঙ্কর কি অনুপমাকে ভালবাসতে শুরু করেছে? শঙ্কর কি অনুপমাকে বিয়ে করতে চায়?

ঠিক সময়ে অনুপমা এসেছিল মেট্রোর কাউন্টারের কাছে। শো শুরু হবার আধ ঘণ্টা আগেই। এখানেই অপেক্ষা করার কথা। যে আগে আসুক তাকেই অপেক্ষা করতে হবে এখানে।

শঙ্কর এল একটু বাদেই: কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন? অনেকক্ষণ বুঝি? আমার বড্ড দেরী হয়ে গেল—

—না না আমিও ত এই এলাম। ছোট হাতঘড়িটার ওপর চোখ বুলিয়ে আবার বলল অনুপমা: মিনিট পাঁচেক হবে এসেছি।

—চলুন ভেতরে যাওয়া যাক।

—বেশ তাই চলুন। শঙ্করের পেছন পেছন অনুপমা চলতে লাগল।

গেটম্যান টিকিট দু'টো ছিঁড়ে কাউন্টার পার্ট দু'টো শঙ্করের হাতে দিয়ে আর একজনকে দেখিয়ে দিল। সেই নম্বর দেখে সিট চিনিয়ে দেবে।

শঙ্কর আর অনুপমা কোণের দিকে দু'জনে পাশাপাশি বসেছে।

ঘণ্টা বেজে উঠল।

কনসার্ট থেমে গেছে।

চারদিক থেকে পর্দা টানার শব্দ উঠল। এখুনি শো আরম্ভ হবে। হলের আলো ক্রমে ফিঁকে হতে হতে একেবারে নিভে গেল। আর পর্দার গায়ে ভেসে উঠল ছবি।

ইণ্ডিয়ান নিউজ শুরু হয়েছে। দেশের খবর। বিদেশের খবর। সবই দেখাবে একের পর এক।

সবই মুখস্থ হয়ে গেছে অনুপমার। স্তোক বাক্যে ভুলোতে চায় মানুষকে। বোকা মানুষগুলোকে। অনুপমা অনেক দেখেছে অনেক শুনেছে—একের পর এক দেশনেতাদের পর্দার বুকে টেনে আনতে হয়—তারা আশা ভরসা দেন, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখান। অনুপমা এ সব বোঝে। তবুও বোকার মতন চেয়ে চেয়ে দেখে। তা ছাড়া আর যে কোন পথ নেই।

লাইটগুলো আবার জ্বলে ওঠে। আবার কনসার্ট বাজতে শুরু করে দেয়।

ইণ্টারভ্যাল এখন।

এ্যাডভারটাইজিং শ্লাইড দেখানো শেষ হলে আবার আলো নিভে যাবে। কনসার্ট থেমে যাবে।

আসল বই শুরু হবে তখন।

নায়ক নায়িকাকে ছেড়ে চলে গেছে। নায়কের জীবনে এসেছে নতুন মেয়ে—তাকে নিয়ে নায়ক মশগুল—নায়িকা তার জীবন থেকে মুছে যাচ্ছে—

অনুপমা তারই কথা যেন ছবিতে দেখছে। ছবির প্রত্যেকটি ঘটনা যেন অনুপমার জীবনের ঘটনা—

তবুও—

মনিময়? মনিময়ের জীবনে অন্য নারী এসেছে? তাই কি এই উপেক্ষা?

রাগে সর্ব শরীর জ্বলতে থাকে অনুপমার। মনিময় কি মনে করে? মনিময় বুঝি ভেবেছিল তাকে না হলে অনুপমার চলবে না। ভুল—ভুল বুঝেছে মনিময়।

কোন এক দুর্বল মুহূর্তে অনুপমার একটা হাত শঙ্কর বুঝি টেনে নিয়েছিল। আর তাই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলেছিল: কি একদম চুপচাপ যে?

অনুপমা কোন কথা বলল না। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল শুধু। কাকে খুঁজছে অনুপমা?

মনিময়কে?

—না এই—কথা না শেষ করেই আবার চুপ করে গেল অনুপমা। অনুপমার হাত ঘেমে উঠছে শঙ্করের হাতে।

ঘামুক অনুপমার হাত—না কিছুতেই টেনে নেবে না। অথচ এতে করে শঙ্কর যদি কিছু ভাবে? ভাবুক শঙ্কর তবু সে কিছুতেই ও হাত টেনে নিতে পারবে না—কিছুতেই না। সে দেখাতে চায় মনিময়কে—মনিময় দেখুক অনুপমা এখন কত সুখী—আর জ্বলে পুড়ে মরুক মনিময়, হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরুক—আজ মনিময়কে দেখাতে চায় বোঝাতে চায় অনুপমার মত সুখী বুঝি আর কেউ নেই—

সাত

অনেক ঘুরল অনুপমা।

শঙ্করের সঙ্গে পাশাপাশি বসে, শঙ্করের হাতের গভীরে নিজের হাত ডুবিয়ে রাতের পর রাত সিনেমা দেখল। বোটা-নিকসের এক বুক নীল ঘাসের মধ্যে বসে অনেক সুখ দুঃখের কথা বলল। আউটরাম ঘাটের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে গঙ্গার জলে আলোছায়ার খেলা দেখল দিনের পর দিন। কার্জন পার্কের নির্জন কোণায় বসে শঙ্করের সান্নিধ্যে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে বিহ্বল মুহূর্ত কাটিয়ে দিল তবু—তবু শান্তি নেই কেন অনুপমার মনে ?

মনিময়ের কথা বার বার মনে হয় কেন অনুপমার ? কেন ? দুষ্টগ্রহের মত মনিময় ঘুরছে অনুপমার পেছন পেছন। শান্তি নেই অনুপমার। তৃপ্তি নেই—

না না মনিময়কে চায় না অনুপমা—

শঙ্কর—শঙ্করকে নিয়ে ঘর বাঁধবে এবার—

তবু—তবু কেন মনিময় ঘুরে ফিরে আসে। কেন এমন হয়? ভিখারীর সম্মানও সে যাকে দিতে নারাজ কেন সে সম্রাটের সিংহাসন অধিকার করে বসে থাকে হৃদয়ে? কেন? কেন?

আর একদিন।

অনুপমা দেখল মনিময়কে। বউবাজারের মোড়ে। পুলিশ হাত দেখিয়েছে—সার্কুলার রোডের ট্রাফিক বন্ধ। মনিময় বউবাজারের দিক থেকে ট্রাম ডিপোটার দিকে আসছে!

আর অনুপমাও দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। পার্ক সার্কাসের ট্রাম ধরবে বলে।

একি চেহারা হয়েছে মনিময়ের? কোন অসুখ বিসুখ করেছে নাকি? তা না হলে চেহারা এত খারাপ হবে কেন? ঠিক সময়ে খাওয়া দাওয়া করেনা হয়ত? ওই ত মনিময় এগিয়ে আসছে—মনিময় কি কিছু বলবে? কিন্তু ওদিকে ঘুরে গেল কেন? অনুপমা ডাকবে নাকি: মনিদা—

পাশে দাঁড়িয়ে শঙ্কর অনেকক্ষণ এসব লক্ষ্য করছিল। বলল এক সময়ঃ ওকে চেনেন নাকি? মনিময়কে শঙ্করও দেখেছিল তা হলে।

—হ্যাঁ। চমকে ফিরে তাকিয়ে বলল অনুপমা।

— ডেকে দেব নাকি মনিময়কে?

—না থাক। নিজেকে গুটিয়ে আনতে চেষ্টা করল অনুপমা। আবার বললঃ আচ্ছা আপনি ওকে চিনলেন কি করে?

আর মনিময় ততক্ষণে চলতি একটা বাসে উঠে পড়ে। হারিয়ে যায় ওদের দৃষ্টি থেকে।

—আমার মামার বাড়ীর পাশেই থাকত ওরা। সেই সূত্রে আলাপ। ওঁর বাবা ছিলেন গান্ধীজীর পরম ভক্ত। আশ্রম একটা করেন—সারাটা জীবন স্যাকরিফাইস করেন দেশের জন্য। মনিময়ও বাবার পথ অনুসরণ করে—অথচ—কি একটা বলতে গিয়ে থেমে যায় শঙ্কর।

অনুপমা তাকিয়ে থাকে শঙ্করের দিকে। চোখে মুখে জানবার আগ্রহ ফুটে ওঠে।

—দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে—শঙ্কর আবার বলতে চেষ্টা করেঃ স্যাকরিফাইসের দাম দিতে চায়, এই ত সেদিন কোন একটা জুট মিলের লেবার অফিসারের চাকরী পায়, তার জন্য মাইনে দেবে তিনশ চারশ টাকা ত নিশ্চয়—ইকনমিক্সে এম. এটা

পাশ করেছে সুতরাং কোন অসুবিধাই ছিল না। অথচ চাকরীটাকে বেমালুম ছেড়ে দিয়ে এল—আমায় বলে কি জানেন?

—কি? অনুপমার মনে কৌতূহল।

—মজুর ঠকানো কাজ আমি কিছুতেই করতে পারব না। বাবা যে স্বর্গরাজ্য দেখতে চেয়েছিলেন যার জন্য সারাটা জীবন কষ্ট করলেন; নষ্ট করলেন বর্তমান, ভবিষ্যতের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলেন না পর্যন্ত এবং সেই স্বর্গরাজ্য আমিও দেখতে চেয়েছিলাম যার জন্য আজও আমি খেটে চলেছি, কিন্তু কোথায় সেই স্বর্গরাজ্য? তার চেয়ে এই আমার ভাল—। মনিময় এখন বই এর ক্যানভাসারী করে আর হকার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী হয়েছে। ও একটা সেন্টিমেণ্টাল ফুল—এই রকম চান্স কেউ কি ছাড়ে না ছাড়তে পারে? এমন একটা চাকরী—আপশোষ করতে থাকে শঙ্কর।

মুগ্ধ হয়ে অনুপমা শোনে মনিময়ের কথাগুলো। এক সময় বলে: মনিদা আমার মাষ্টার মশাই—

—তাই নাকি? এবার অবাক হল শঙ্কর। তারপর আবার বলে: শুক্রবার ওদের একটা মিটিং আছে, আসবেন নাকি? আমাকে আসতে হবে রিপোর্ট নিতে—

অনুপমা বলেছিল, বলতে চেষ্টা করেছিল: হ্যাঁ, আসব।

—আপনাকে স্কুল থেকে তুলে নিয়ে আসব চারটার পর কেমন ?

—আচ্ছা। ট্রামে উঠে বসেছিল অনুপমা।

শুক্রবার।

স্কুল থেকে বেরুতেই দেখতে পেল শঙ্করকে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝি অপেক্ষা করছে তার জন্য। চারটের আগেই কি এসেছে শঙ্কর ?

—কি ছুটি হল ?

—হ্যাঁ। সমস্ত দিনের খাটুনীর পর ক্লান্ত হাসি হাসল অনুপমা।

—যাবেন নাকি ?

—কোথায় ? বেশী কথা বলতে আর ইচ্ছে করছে না অনুপমার। সারাদিন ক্লাস নেওয়ার পর কারও কি ভাল করে কথা বলার ইচ্ছে থাকে ?

—আজ হকার্স ইউনিয়নের মিটিং আছে—ওদের দাবী

সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবে আমাদের মনিময়—মানে হকার্স ইউনিয়ানের সেক্রেটারী মনিময় সেন।

এতক্ষণে অনুপমার মনে হল, গত বুধবার দিনের কথা—শঙ্করকে বলেছিল বটে মিটিং শুনতে যাবে। শঙ্কর যাবে জাতীয়তাবাদী কাগজের রিপোর্টার হিসাবে।

—চলুন একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক।

অনুপমা অনুসরণ করল শঙ্করকে।

চা খেতে খেতে মনিময়ের অসহায় চেহারাটা বার বার ভেসে উঠতে লাগল, অনুপমার চোখে। একি চেহারা হয়েছে মনিময়ের? কোন অসুখ করেছে? নিশ্চয় করেছে—তা না হলে এত বিশ্রী চেহারা কখনই হতে পারে না।

—কই এবার চলুন। শঙ্কর তাগাদা দিল যেন।

—হ্যাঁ, চলুন।

ময়দানে যখন ওরা পৌঁছল তখন মেট্রোপলিটানের ঘড়িতে পাঁচটা। বেলা ফুরচ্ছে। ছায়া নামছে চৌরঙ্গীর আকাশে। মনুমেণ্টকে সাক্ষী করে মানুষ জমেছে। অগণিত মানুষ। এত মানুষ এক সঙ্গে এত কাছাকাছি কখনও দেখেনি অনুপমা। দুনিয়ার মানুষ যেন জড় হয়েছে একই জায়গায়—একই জিজ্ঞাসায়। বাঁচার তাগিদে। অনুপমা দেখছে বিরাট জনসমুদ্র ক্রমশ এগিয়ে আসছে—গ্রাস করতে করতে এগিয়ে আসছে—

বক্তৃতা শেষ করে মনিময় ডায়েস থেকে নেমে আসতে আসতে পুলিস ঘিরে ফেলল—ভেঙ্গে তচ্‌নচ্‌ করে দিতে চাইল এই জমাট বাঁধা জনসমুদ্র—

পুলিশ—লাঠিচার্জ—রক্ত।

মনিদা—মনিদা কোথায় গেল? মনিদাকে কি পুলিশ ধরতে পেরেছে? অনুপমা তাকাল ভীড়ের মধ্যে। খালি কালো কালো মাথাগুলো ছাড়া আর অনুপমার নজরে কিছুই এল না। ভয়ে যেন শিউরে উঠল অনুপমা।

শঙ্কর ভীড় থেকে বেরিয়ে এসে একসময় বলল: চলুন পুলিশ লাঠি চার্জ করছে—

রাত্রে কিছুতেই ঘুম এল না অনুপমার। বিছানায় এপাশ ওপাশ করল খানিকক্ষণ। কতগুলো চিন্তা—কতগুলো ভাবনা—দলা পাকায়। জমাট বাঁধে।

কেন যেন বাবাকে মনে পড়ে। মনে পড়ে বাবার কথা।

প্যারালিসিস হয়ে বাবা বিছানা নিয়েছেন। অপিস থেকে যা পাঠায় তাতে করে সংসার আর চলে না।

মা অনুযোগ করেন ওগো এ ভাবে সংসার চলবে কি করে ?

—তা আমি কি করতে পারি বল ? নির্লিপ্ত বাবা।

সংসার চালাবার দায়িত্ব খন মায়ের। তাই যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল মায়ের মাথায়।

—আমার ত উপযুক্ত ছেলে কেউ নেই যে এই অসময়ে সংসারের জোয়ালে কাঁধ লাগাতে পারে—

মা কি যেন ভাবেন। আর আপন মনে গুমরে গুমরে মরেন। ভগবান যদি একটা ছেলে থাকত বড়—তবু একবার যেন কি ভেবে বললেন : আচ্ছা অনু আমাদের চাকরী করতে পারে না ? ম্যাট্রিক ত পাশ করেছে—আশার আলো দু' চোখে দপ্ করে জ্বলে ওঠে।

বাবা তাকিয়ে থাকেন মায়ের মুখের দিকে। মুখে মলিন হাসি ফুটে ওঠে : চক্রবর্তী বাড়ীর মেয়ে যাবে চাকরী করতে—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বাবা।

মা আর কোন কথা বলতে না পেরে চুপ করে থাকেন শুধু। তবু কেন জানি মনে হয় এ শুধু একটা খামখেয়ালী। কুসংস্কার আর অভিজাত্যের ওপর বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন মা :

না না অনুকে তুমি চাকরী করতে দাও— তুমি অমত করো না—

হাসেন বাবা। প্রতিবাদ করার ভাষা আর নেই— শক্তি নেই—এমন কি সামর্থ্যও নেই।

তবে?

শেষকালে বাবা মত দিয়েছিলেন। অপিসের ম্যানেজারকে ধরে তারই সুপারিশে মেয়েদের স্কুলে মাষ্টারীটা পায় অনুপমা।

আর একদিনের কথা অনুপমার স্পষ্ট মনে আছে।

বাবার ঘরে শুধু আলো জ্বলছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মা আর বাবা মুখোমুখি বসে ফিস্‌ফিস্ করে কথা বলছেন।

বাবা বলছেন: অনু ফিরেছে?

—হ্যাঁ।

—ওকে তুমি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করতে বল—

—তা হলে আমরা খাব কি? ও দু'টো পয়সা আনছে তাতেই না—

—তা হোক—এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না—আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। ও যখন বেরিয়ে যায় তখন

মনে হয় ও যেন আমার বুকটাকে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে দিয়ে যাচ্ছে। উঃ আমি আর পারছি না—আমার পূর্বপুরুষেরা বুঝি আমাকে ক্ষমা করবেন না—উঃ কি জ্বালা—অসহায়ের মত আর্তনাদ করতে থাকেন বাবা ঃ সংস্কার—অভিজাত্য সবই যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে কি নিয়ে বাঁচতে পারে মানুষ? পঙ্গু জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা দুঃসহ—আরও দুঃসহ সংস্কার অভিজাত্য হারিয়ে বেঁচে থাকা—

এই দুঃসহ জীবন থেকে মুক্তি পেলেন বাবা। মারা গেলেন। মাও মারা গেলেন বাবা মারা যাবার ছ' মাস বাদে।

পর পর দু'টো শোক সহ্য করে উঠে দাঁড়াল অনুপমা।

ভাই মানুষ করবার স্বপ্ন তার চোখে—তারপর—তারপর—ঘর বাঁধার স্বপ্ন বুঝি—

তারপর মনে হল শঙ্করের কথা। তাকাল আকাশের দিকে। তারা ছিটানো কালো আকাশ। এখন কত রাত? টেলিপ্রিণ্টারের গর্জন যেন শুনতে পাচ্ছে অনুপমা। শঙ্কর কি খবর লিখছে এখনও? দেশ বিদেশের খবর—আর—আর মনিময়ের খবর—হকার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী মনিময় সেনের

খবর? মনিদা—তোমার কি শরীর খারাপ হয়েছে? তা না হলে এ রকম চেহারা তোমার কি করে হল?

পরদিন।

চা খেয়েই দৌড়ল অনুপমা টিউসানী করতে। দু'টো টিউসানী সারতে সারতে সাড়ে নটা বেজে যাবে। তারপর আবার স্কুলের তাড়া। কখন কাগজ পড়বে অনুপমা? কাগজে যে খবর বেরিয়েছে—হকার্স ইউনিয়নের সেক্রেটারী মনিময় সেনের খবর। শঙ্কর রাত জেগে যে খবর লিখেছে—মনিদা—তোমার খবর বেরিয়েছে কাগজে। শঙ্কর লিখেছে তোমার খবর। কি লিখেছে শঙ্কর?

টিফিন পিরিয়ডে লাইব্রেরী ঘরে এসে আজকের কাগজটা টেনে নিল অনুপমা। চোখের মনি দু'টো কাগজের অক্ষর

সমুদ্রে ডুবতে ডুবতে এক জায়গায় এসে স্থির হল। ভাসল। যেখানে কাল বিকেলের খবর বেরিয়েছে। পড়তে চেষ্টা করল অনুপমা: 'গতকাল বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় ময়দানে বে-আইনী জনতার সমাবেশ এবং পুলিশের ওপর গুণ্ডা মনিময় সেনের নেতৃত্বে জনতার ইষ্টক ও প্রস্তর নিক্ষেপ। বাধ্য হইয়া পুলিশের মৃদু লাঠিচালনা। এখন পর্যন্ত কোন হতাহতের সংবাদ জানা যায় নাই। গুণ্ডা মনিময় সেনের পলায়ন—পড়তে পড়তে চমকে উঠল অনুপমা—এ'কি লিখেছে? এই কি সত্যি ঘটনা? অনুপমা ত উপস্থিত ছিল সেখানে—তবে? তবে এ রকম কেন লিখল? শঙ্কর এই কি তোমার সাংবাদিকতা? এসব কি লিখলে তুমি? মনিময় গুণ্ডা? মনিময়ের নেতৃত্বে জনতার পুলিশের ওপর ইষ্টক নিক্ষেপ? তারপর আবার লিখছে পুলিশের মৃদু লাঠি চালনা? পুলিশ লাঠি মেরে মানুষের মাথা ভাঙেনি? তুমি ত ছিলে সেখানে—দেখনি? কেন—কেন এসব তুমি লিখলে? সাহিত্যিক তুমি—সত্য ন্যায়ের জন্য তোমাকে কলম ধরতে হবে—তবু তুমি কেন এ নীচ কাজ করলে? কেন—কেন? মনিদা ত কিছু খারাপ কাজ করেনি? পুলিশের ওপর ইঁট পাটকেলও ছোঁড়েনি —শুধু তাদের দাবী জানিয়েছে মাত্র। তবু—তবু অনুপমার মাথাটা কেমন করে উঠল। মনিময়ের ওপর একটা সহানুভূতি

আর শঙ্করের ওপর একটা ঘৃণা ক্রমশই যেন দানা বাঁধতে লাগল অনুপমার মনে।

এর মাঝে শঙ্কর দু' বার এসেছিল দু' বারই নানা কাজের অছিলায় তাড়িয়ে দিয়েছে অনুপমা।

শঙ্কর কি বুঝতে পেরেছে কিছু? অনুপমার এ উপেক্ষা কেন?

চলে গেছে শঙ্কর। একদিন হেসে জিগ্যেস করতে চেষ্টা করেছিল: শরীর খারাপ নাকি?

—না। মুখ ভার করে উত্তর দিয়েছে অনুপমা।

তবে? কি হয়েছে অনুপমার? অসুখ?

অসুখ হয়েছে অনুপমার। মনের অসুখ। তা না হলে কি এত বদ চেহারা হয় মানুষের? আগেকার সেই প্রাণ চঞ্চলতা কই? আর প্রসাধনের অনুরাগ?

ঝিমিয়ে পড়েছে অনুপমা।

কাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল?

সাংবাদিকতার আড়ালে মিথ্যা আশ্রয় যার অবলম্বন। অথচ কত বিশ্বাস করত শঙ্করকে। হৃদয়ের অনেক কাছাকাছি বসতে দিয়েছিল তাকে। তার কি প্রতিদান এই—অনুপমা ভাবছে। আর যেন পারছে না ভাবতে—মনিময়ের অসহায় চেহারাটা বার বার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। মনিদা তুমি গুণ্ডা? ওরা তোমায় গুণ্ডা বলে? কেন? কেন? আমি ত তোমায় চিনি—আমি ত তোমায় জানি—তবে? না না এ হতে পারে না কখ্খোনো না—

দিন দিন আরও ঝিমিয়ে পড়ছে অনুপমা। জীবনের ব্যস্ততা বুঝি ফুরিয়েছে। আর কারও সম্বন্ধে কোন ঔৎসুক্য নেই তেমন। সেদিন ঝিটা এসে বলে গেল পর্যন্ত: তোমার কি হয়েছে বল ত দিদিমণি?

—কি হয়েছে রে আমার মানদা? অনুপমা বলেছিল ঝিমিয়ে পড়া চোখ দু'টো তুলে।

—তা আমি কি করে বলব বাছা? তোমার নিশ্চয়

কোন অসুখ বিসুখ করেছে। নিশ্চয় করেছে। সেই যে কি বলে গো মনের অসুখ না কি—আমরা মুখ্যু মানুষ অত শত কি গুছিয়ে বলতে পারি?

—মনের অসুখ—না রে মানদা? ফ্যাকাশে হাসি হেসেছিল অনুপমা।

স্কুলেও এই নিয়ে আলোচনা চলছে।

জয়ন্তী ঘোষ বলল: অনুপমার কি হয়েছে বল দিকি? কেমন উদাস উদাস ভাব—

—আমিও ত ভাবি—কারও সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে না। স্কুলে আসে আর চলে যায়। সুলতা বলল।

মনিমালা বলল: কি ব্যাপার বল ত তরুদি? আমিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

— প্রেমের পরিণতি নয় ত?

—প্রেম করলে বিরহের প্রয়োজন হয়—বেশ সরস করে বলতে লাগল জয়ন্তী।

—জয়ন্তী ঠিক বলেছে। মনিমালা আর সুলতা এক সঙ্গে দু'জনে বলে উঠল।

—আরে এতেই তোরা রায় দিয়ে ফেললি, এও ত হতে পারে শঙ্কর না কে—

—আরে চুপ চুপ শঙ্করের নাম করবেন না তরুদি, তাপসী হয়ত আছে আসে পাশে। এসেই হয়ত অনর্থ বাধাবে। সুলতা বলতে লাগল।

তরুলতার চোখে মুখে তখন গুপ্তধন আবিষ্কারের উৎসাহ। সে কি অত সহজে থামতে চায়ঃ হ্যাঁ, যা বলছিলাম সেই শঙ্কর না কে সে হয়ত ভেগেছে—আনন্দের আতিশয্যে হাসিতে ফেটে পড়ল তরুলতা সোম।

সকলেই এবার চুপচাপ। তরুলতার কথাটা সকলের মনে লেগেছে। অন্য কারোর মনে কেন যে এতক্ষণ এই কথাটা আসেনি তাই সকলেই আপশোষ করতে লাগল।

আবার দেখা হল শঙ্করের সঙ্গে অনুপমার

কাপড়ের দোকানে। কাপড় কিনতে এসেছে অনুপমা।

শঙ্করও এসেছে। আর সঙ্গে রয়েছে একজন মেয়ে—সুশ্রী দেখতে মেয়েটা।

কে এই মেয়েটি?

অনুপমা একবার তাকাল মেয়েটার দিকে। তারপর তাকাল শঙ্করের দিকে।

শঙ্করও বুঝি একবার তাকিয়ে দেখে নিয়েছে অনুপমাকে। তবুও চোখে মুখে চিনতে না পারার ভঙ্গিটুকু ফুটিয়ে তুলে বলতে লাগল: কি হল রমা, কোন শাড়ীটা নেবে পছন্দ কর—

—তুমি পছন্দ করে দাও—কেমন আদুরে গলায় গান গেয়ে উঠল মেয়েটা।

—আমরা পুরুষ মানুষ তোমাদের মন মত পছন্দ কি আর করতে পারি?

—তা হোক তবু তুমি পছন্দ করে দাও।

—তা হলে ওই স্কাই কালারটা নাও না—ওটাতে তোমাকে মানাবে ভাল। আর অছাড়া কাপড়ের জরির কাজটাও ভাল—

—তবে ওটাই কিনে দাও—পাখীর সুরে যেন কথা বলছে মেয়েটা—

অনুপমা তখনও চুপচাপ বসে আছে সেখানে। কোন কিছু যেন ভাল লাগছে না তার। অসহ্য—চারদিকের বাতাসটা কেমন যেন ভারী হয়ে আসছে। চোখের কাছের আলোটাও বুঝি নিভে যাবে—আবার যেন চমক ভাঙল অনুপমার ওদের কথাবার্তায়।

—তোমার সেই মাষ্টারনীর খবর কি শঙ্করদা ?

—ওর কাছে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি—

—কেন, ঝগড়া করেছ নাকি ?

—না তেমন কিছু নয় তবে—কেন জানি ভাল লাগেনা ওকে—উঃ আর যেন শুনতে পাচ্ছে না অনুপমা। কান ছ'টো গরম হয়ে উঠেছে। এই অসহ্য দম আটকানো পরিবেশ থেকে বেরিয়ে পড়তে চায়। তারা ভরা আকাশের নীচে এসে হাঁপ ছাড়তে চায় অনুপমা। শঙ্কর এত বড় একটা স্কাউণ্ড্রেল—তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল অনুপমা ? আবার বুঝি ওই মেয়েটাকে জুটিয়েছে। ওই মেয়েটাও কি ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখছে অনুপমার মত—? হয়ত হবে—ছিঃ ছিঃ এসব কি ভাবছে অনুপমা। শঙ্কর একটা স্কাউণ্ড্রেল—অসহ্য রাগে যেন মুখটা ষ্টীলের ফ্রেমের মত শক্ত হয়ে ওঠে অনুপমার।

আট

সকাল থেকে মনটা অনুপমার খালি খালি লাগে। নির্মেঘ নীল আকাশের গভীরতায় চোখ দু'টো ডুবিয়ে ভাবতে বসে অনুপমা। কি যেন নেই—কি যেন চাই। কি যেন হারিয়েছে অনুপমা। হারানো জিনিষ কি ফিরে পাওয়া যায়? নিজের মনে প্রশ্ন তোলে অনুপমা। একটা সূক্ষ্ম ব্যথার কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করে—রক্ত ঝরায়। আর নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। বড় একা—মনিদা আমি যে আর পারি না—আমাকে তোমার কাছে নিয়ে চল। আমার জীবনটাকে মেরে ফেলো না—বাঁচাও—বাঁচতে দাও। তোমাকে ধরে আবার উঠতে দাও—কিন্তু তুমি কোথায় মনিদা? আর একবারও কি তোমার দেখা পাব না? হায় ভগবান—প্রিয়জন হারাবার ব্যথায় মনটা আঁকুপাঁকু করতে লাগল অনুপমার।

বিকেলে একটা ঘটনা ঘটে গেল।

অনুপমা শ্যামবাজারের নলিন সরকার ষ্ট্রীটে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে এসেছিল। সেখান থেকে ফেরার পথে ইচ্ছে করেই হাতীবাগান পর্যন্ত হেঁটে এল। ওখান থেকে শ্যামবাজার—তারপর আবার বোর্ডিংয়ে ফেরা। এপার থেকে ওপারে গিয়ে গ্রে ষ্ট্রীটের মুখ থেকে ট্রাম ধরবে বলে এগোতে লাগল অনুপমা।

কিন্তু কি হল যেন—কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে কে চলেছে গ্রে ষ্ট্রীট দিয়ে? মনিময়—মনিদা? অনুপমা তাকাল, দেখতে লাগল ভাল করে। হাঁটার ভঙ্গিটুকু দেখে চিনতে পেরেছে মনিময়কে।

মনিদা? ডাকবে নাকি অনুপমা? তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হতে গেল অনুপমা। দেরী করলে মনিময় নিশ্চয় চলে যাবে। হারিয়ে যাবে আবার চোখের সীমানা থেকে।

তবে? তাহলে?

না না অনুপমা কিছুতেই এ সুযোগ হাতছাড়া করবে না। কিছুতেই না।

অনুপমা ঠিক রাস্তা পার হয়ে যেত হঠাৎ একটা বাস হুড়মুড় করে এসে পড়ল বুঝি অনুপমার ওপর।

কিন্তু—

এক হাতের ফারাক—ভদ্রলোকের বলিষ্ঠ হাতের ঝটকায় ছিটকে এসেছিল অনুপমা। ভদ্রলোক একসময় বলেন: রাস্তা

পার হবার সময় এদিক ওদিক ভাল করে দেখে নেবেন। না হলে কি হত একবার ভাবুন দেখি—

চোখ মুখ লাল হয়ে উঠল অনুপমার। আর কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠল।

এপারে এসে দেখল মনিময় তখন বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে। বাস ড্রাইভারকে দোষারোপ করতে করতে এগিয়ে চলল অনুপমা—মনিদা আর যে হাঁটতে পারছিনা। তুমি কি একটুও থামবে না? দৌড়বে নাকি অনুপমা?

ওই ত থামল যেন। দাঁড়াল বিড়ির দোকানের সামনে। চুরুট ধরাল বুঝি—

ভগবান তা হলে কথা শুনেছেন—

হাত জোড় করে ভগবানের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাল অনুপমা।

আর একটু—আর একটু এগোতে পারলেই অনুপমা ধরে ফেলতে পারে মনিময়কে—

অনুপমা এবার জোরে জোরে ডাকতে লাগল: মনিদা—ও মনিদা—মনিময় বুঝি একবার ফিরে তাকাল। তারপর আবার হাঁটতে লাগল। অনুপমা এক রকম দৌড়তে লাগল। যেমন করে হোক মনিদাকে তার ধরতেই হবে—অনুপমা এক সময় পেছন থেকে থলেটা ধরে ফেলল: মনিদা আমি কখন থেকে

ডাকছি তোমাকে—আর সেই গ্রে ষ্ট্রীট থেকে দৌড়ে দৌড়ে আসছি—হাঁপাতে লাগল অনুপমা।

এবার ফিরে তাকাল মনিময়।

কিন্তু একি হল? হকচকিয়ে গেল অনুপমা। কোথায় মনিদা? হতাশার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকল অনুপমা।

ভদ্রলোককে বলতে শোনা গেল: ভুল করছেন আপনি আমার নাম গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়—

অনুপমা আর দাঁড়াল না। শুনতে চাইল না ভদ্রলোকের কথা—বেলগাছিয়ার ট্রামে চেপে বসল শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু কোথায় মনিদা? কি করে খুঁজে বার করবে মনিময়কে? এই জনসমুদ্রের কোথায় হারিয়ে গেছে মনিময় অনুপমা কি তা জানে—তবে?

হ্যাঁ। এতক্ষণে মনে পড়েছে। স্পেসিমেন কপিটা রয়েছে এখনও। ভাবল অনুপমা। মনিময় যাদের বই নিয়ে এসেছিল ক্যানভাস করতে স্কুলে, সেই পাবলিশারের কাছে গেলে নিশ্চয়

মনিময়ের ঠিকানা পাবে। উঃ এত দিন কি এতটুকুও ভাবতে পারত না অনুপমা? কেন—কেন ভাবল না। তা হলে নিশ্চয় এত দিনে মনিময়কে খুঁজে বার করতে পারত।

স্কুল থেকে আজ একটু আগেই ছুটি নিল অনুপমা। তারপর কলেজ ষ্ট্রীটের ট্রামে চেপে বসল।

উঃ মনিদা—কি নিষ্ঠুর—

ট্রাম থামল।

কলেজ ষ্ট্রীট।

অনুপমা নামল।

বৈকালিক আলোয় আকাশ উজ্জ্বল। চক্‌চকে।

অনুপমা এগিয়ে গেল শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ধরে।

ইউনাইটেড পাবলিশার্স।

মোটেই ভীড় নেই দোকানে। কাউন্টারে বসে এক ভদ্রলোক কি সব হিসেবে ব্যস্ত।

চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকল অনুপমা।

কলম থামিয়ে তাকালেন ভদ্রলোক। থমথমে গলায় বললেন: কি বই চাই?

—বই নয় ঠিকানা চাই—

—ঠিকানা? কৌতূহল ভদ্রলোকের চোখে।

—আপনাদের ক্যানভাসার মনিময় সেনের ঠিকানাটা পাওয়া যাবে?

—কারও ঠিকানা জানানো আমাদের ত নিয়ম না—

—তবু কি হয় না—দিতে পারেন না? কাকুতি অনুপমার গলায়। এবার যেন কি ভাবলেন ভদ্রলোক। বললেন: উনি কি আপনার কোন আত্মীয়?

—হ্যাঁ। মাথা নাড়ল অনুপমা।

কলেজ ষ্ট্রীট থেকে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট আর কত দূর?

হেঁটে চলল অনুপমা।

কতক্ষণ আর লাগবে? পনের মিনিট— মাত্র পনের মিনিটে অনুপমা নিশ্চয় পৌঁছতে পারবে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে।

তারপর—

অনুপমা হ্যারিসন রোড থেকে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটে এসে পড়ল। পোষ্টাপিসের উলটো দিকে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট! তারপর নম্বর মিলিয়ে বাড়ীটা খুঁজে বার করতে একটু কষ্টই হল অনুপমার। কড়া নাড়তেই কে যেন বলে উঠল: কাকে চাই?

—মনিময় সেন এখানে থাকে?

—হ্যাঁ।

অনুপমা আবার বলল: উনি কি বাড়ী আছেন?

—আছেন। ডানদিকের ওই কোণার ঘরটাতেই থাকেন—

কাউকে কিন্তু দেখতে পেল না অনুপমা। তবুও গলার স্বর শুনল। আর এক সময় সাহস করে ঢুকে পড়ল ডানদিকের কোণার ঘরে—মনিময়ের ঘরে।

মনিময় শুয়েছিল।

এতটুকু সংকোচ না করে দৃঢ়পায়ে অনুপমা এগিয়ে গিয়ে বসল মনিময়ের শিয়রে। তারপর কপালে হাত রাখতে রাখতে বলল: অসময়ে শুয়ে যে, অসুখ হয়েছে বুঝি?

মনিময় হাসলঃ অসুখ! তা বটে—হাতখানা বার করে আনল। তারপর মেলে ধরল অনুপমার চোখের সামনে। পুড়ে ফুলে ওঠা একখানা হাত।

চমকে উঠল অনুপমা: একি পুড়ল কি করে?

—ফেন গালতে এই অবস্থা। চাকর ত নেই। নিজেরই পোষায় না তার আবার চাকর—হোটেলে খাওয়াও বারণ। তুমি বোধ হয় জান লিভারের অসুখের পর থেকে যেখানে সেখানে আমি আর খাই না—

ছলছল করে উঠল অনুপমার চোখ: একটা খবর ত তুমি দিতে পারতে আমাকে। তারপর অভিযোগের সুরে বলল: স্কুলে সেদিন যেন আমাকে চিনতেই পারলে না—

—এই দেখ। তুমি বুঝি সেই কথাটা ধরে বসে আছ! আরে তুমি হলে শিক্ষয়িত্রী আর আমি একজন সামান্য ক্যান-ভাসার, আলাপ করলে মান থাকত?

—খুব হয়েছে। তারপর বলল: নিজেকে ছোট করতে একটুও বাধে না দেখছি তোমার! থাকগে বাজে কথা—আজ খাওয়া হয়েছে তোমার?

চুপ করে থাকল মনিময়।

খানিকটা নিস্তব্ধতা।

এবার নিস্তব্ধতা ভাঙল অনুপমা: বুঝেছি—কিছুই জোটেনি।

কোমরে আঁচলটা শক্ত করে বেঁধে অনুপমা বলল : যাক বাজারটা তুমি করতে পারবে, না সেটাও আমাকে করতে হবে ? বড় উজ্জ্বল দেখাল অনুপমার চোখ। হয়ত কোন কালে শেখা একটা গানের কলি গুনগুনিয়ে উঠল মনের মধ্যে।

আর অবাক হল মনিময়। তাকিয়ে থাকল অনুপমার চোখে চোখ রেখে। হতবাক চোখে।

অনুপমা আবার বলল : কি চুপচাপ যে—

বিছানা থেকে নেমে দেয়ালে টাঙানো বাজারের থলিটা নিয়ে এল : কি কি আনব বল ? অনুপমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

হাসল অনুপমাও : আমার ভ্যানিটি ব্যাগে টাকা আছে, যা খুশী নিয়ে এস—বাঁধ ভাঙা নদীর মত মুখর অনুপমা। ভেসে যেতে চায়—ভাসিয়ে নিতে চায়—

হাত পেতে নিল ভ্যানিটি ব্যাগটা। ব্যাগটা হাতে নিয়ে মনে হল মনিময়ের সব কিছু বদলে যাচ্ছে যেন। বদলে গেছে বুঝি—কিসের স্পর্শ লেগে যেন হঠাৎ বড় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে বাড়ীটা।

আর অনুপমা ভাবল ভালই হল, এবার সুদীপ্তকে নিয়ে আসতে পারবে এখানে। মনিদার আদর্শে মানুষ করবে সুদীপ্তকে। তারপর—কিসের আনন্দে উজ্জ্বল দেখাল অনুপমাকে।